CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 April, 2021 ■ আগরতলা, ১ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ১৮ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩ এর উদ্যোগে বুধবার আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল। ছবি নিজস্ব।

বাঁকা পথেই চাকুরীর দাবিতে আবারও পথে নামলেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা

আগরতলা, ৩১ মার্চ (হি. স.)।। বাঁকা পথেই চাকুরীর দাবিতে আবারও পথে নামলেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-রা। ত্রিপুরায় ভুল নিয়োগ নীতির ফলে আদালতের রায়ে ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকুরিচ্যুতি-র এক বছর পূর্ণ হওয়ায় আজ তাদের মধ্যে একটা অংশ সুবিশাল মিছিল সংগঠিত করেছে। ত্রিপুরা সরকার গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ-র ব্যবস্থা করেছে। তাতে, চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের জন্য বয়সসীমা-য় ছাড় দিয়েছে। কিন্তু, ওই অশিক্ষক পদে চাকুরীর জন্য আবেদন জানানোর বদলে তারা পরীক্ষা ছাড়াই স্থায়ী চাকুরীর দাবিতে পথে নেমেছেন। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি (জেএমসি)-র ব্যানারে ত্রিপুরা সরকারের কাছে তাদের দাবি, অন্যায়ভাবে চাকুরী থেকে ছাটাই করা হয়েছে, তাই পরীক্ষা ছাড়াই স্থায়ী চাকুরী প্রদান করা হোক। কমিটির সদস্য বিজয় কৃষ্ণ সাহা-র বক্তব্য, সরকারিভাবে চাকুরিচ্যুতি-র কোন চিঠি পাইনি। অথচ, এক বছর ধরে আমাদের বেতন বন্ধ করে রেখেছে ত্রিপুরা সরকার।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে ত্রিপুরা হাই কোর্ট ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরী বাতিল করেছিল। ভুল নিয়োগ নীতি-র কারণে আদালত পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করায় ত্রিপুরা-য় তীব্র আলোড়ন হয়। বামফ্রন্ট আমলে অস্নাতক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষক পদে বিভিন্ন পর্যায়ে ২০১০ সাল পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছিল। ওই নিয়োগ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ত্রিপুরা হাই কোর্টে মামলা হয়েছিল। তন্ময় নাথ এবং অন্যান্য-দের দায়ের মামলায় আদালত নিয়োগ নীতি-তে ত্রুটি খুঁজে পায় এবং চাকুরী বাতিল করে দেয়। ওই রায়-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তদানিন্তন ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরা সরকার-র আবেদন খারিজ করে দেয় এবং ত্রিপুরা হাই কোর্টের রায় বহাল রাখে।

এরপর থেকে একাধিকবার তাদের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ত্রিপুরা সরকারের আবেদন মেনে এডহক ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত চূড়ান্ত সময়সীমা বেধে দিয়ে মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিল। সে মোতাবেক ২০২০ সালের ৩১ মার্চ ওই শিক্ষকদের চাকুরী বাতিল হয়ে গেছে। এরপর থেকেই তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। করোনা-র প্রকোপের মাঝে ত্রিপুরা সরকার মানবিকতার খাতিরে তাদের এক মাসের বেতন দিয়ে সহায়তা করেছে। শুধু তাই নয়, তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। অবশ্যই নিয়মের গন্ডি-র মধ্যে থেকেই তাদের জন্য বন্দোবস্ত হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন দফতরে শূন্য পদ খুঁজে বের করেছে। ওই শূন্য পদ পূরণে প্রক্রিয়া-ও শুরু করেছে।

ত্রিপুরা সরকার গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগে প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছে। তাতেই, তীব্র আপত্তি চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকা-দের। আজ, জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি-র সদস্য বিজয় কৃষ্ণ সাহা বলেন, আজ চাকুরিচ্যুতি-র এক বছর পূর্ণ হয়েছে। অথচ, এখন চাকুরিচ্যুতি-র কোন চিঠি ত্রিপুরা সরকারের তরফে আমরা পাইনি। তাছাড়া, আদালতের রায়ের ভুল ব্যাখ্যা করে আমাদের চাকুরী বাতিল করা হয়েছে, কোন পরীক্ষা ছাড়াই স্থায়ীভাবে আমাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে, সাফ জানালেন তিনি। অথচ, বিধানসভায় দেওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রী-র দেওয়া তথ্যে জানা গিয়েছে, অধিকাংশ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা অশিক্ষক পদে চাকুরীর জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং তারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ মার্চ।। ত্রিপুরায় ফের রক্তাক্ত অবস্থায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাস্তার ধারে নিখিল ভৌমিক(১৯)-র মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাকে খুন করা হয়েছে নাকি দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে, তদন্ত চলছে। সাতসকালে খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন খাসিয়ামঙ্গল নার্সারি সংলগ্ন দয়ারাম পাড়াস্থিত অম্পি রাস্তায় ওই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিখিল তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাই বাড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিল। পেশায় রংমিস্ত্রি নিখিল গতকাল হোলি উপলক্ষ্যে রং খেলে সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। এরপর রাতে বাড়ি ফিরে আসেননি। রাতভর বাড়ি না আসায় তার পরিবারের লোকজন তাকে অনেক খোঁজাখুজি করেন। আজ সকালেই তার মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন এবং পুলিশেও খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তার শরীরে, পায়ে এবং কোমরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং বাহাত ভেঙ্গে গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ফলে, তার মৃত্যু নিয়ে ধোয়াশা-র সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে, নিখিল প্রায়শই মদমত্ত অবস্থায় থাকতেন। তাই, দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে কিনা বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ।

ফের করোনার প্রকোপ রাজ্যে নতুন ১০ জনের দেহে সংক্রমণ

আগরতলা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : ত্রিপুরায় ফের করোনা-র প্রকোপ দেখা দিয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তবে, স্বস্তির খবর-ও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১০ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। ফলে, এখন সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬।

সারা দেশেই করোনা-র সংক্রমণ মারাত্মক ভাবে বাড়ছে। ত্রিপুরায় তার ব্যতিক্রম নয়। মাঝে কয়েকটা দিন শান্ত থেকে ফের তান্ডব শুরু করে করোনা। তারই প্রমাণ, মাঝে কয়েক দিনের বিরতি দিয়ে একদিনে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। নতুন করে করোনা আক্রান্তের মৃত্যু-র ঘটনা-ও ঘটেনি।

তবে, লক্ষণ খুবই উদ্বেগজনক বলেই মনে হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৩৪ জন এবং রেপিড এন্টিজেন ৭৯৪ জনের নমুনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি বিরোধী দলগুলির শীর্ষ নেতাদের মমতার চিঠি

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী ।। ৩১ মার্চ ।। নন্দীগ্রামে ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগেই কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, ডিএমকে সুপ্রিমো এম কে স্ট্যালিন সহ বিজেপি বিরোধী দলগুলির শীর্ষ নেতাদের চিঠি লিখে গণতন্ত্র বাঁচাতে জোট বাঁধার অনুরোধ জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাত পোহালেই নন্দীগ্রামের ভোট। আর সেই হাই ভোল্টেজ লড়াইয়ে ভাগ্য নির্ধারিত হবে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার সোনিয়া গান্ধি সহ অবিজেপি ১৫টি দলের কাছে শীর্ষ নেতাদের কাছে পাঠানো দু'পাতার চিঠিতে তৃণমূল সুপ্রিমো লিখেছেন, 'বিজেপির শাসনকালে দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র দুই-ই হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রের শাসকদল যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ধ্বংস করে দিচ্ছে। সম্প্রতি লোকসভায় এক বিল পাস করিয়ে দিল্লিতে নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দিল্লিতে উপরাজ্যপাল কার্যত অঘোষিত ভাইসরয় হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথামতো চলবেন। যেহেতু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২০১৪ ও ২০১৯ সালে-পর পর দু'বার ভোটে বিজেপিকে হারিয়ে দিয়েছেন, তাই তাঁর বিরুদ্ধাচা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।'

চিঠিতে অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণেরও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মমতা লিখেছেন, 'অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে রাজ্যপাল হিসেবে যাঁদের বসানো হয়েছে, তাঁরা নিরপেক্ষতা ভুলে বিজেপির পদাধিকারীদের মতো কাজ করে চলেছেন। নির্বাচিত সরকারের কাজে প্রতি মুহূর্তে বাধা দিয়ে চলেছেন।'

গণতন্ত্র বাঁচাতে ও সংবিধানকে রক্ষা করতে দেশের ১৫টি অবিজেপি দলকে জোট বাঁধার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি লিখেছেন, 'সময় এসেছে বিজেপির অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর।' কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ছাড়াও ডিএমকে সুপ্রিমো এম কে স্ট্যালিন, এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক, আরজেডি সুপ্রিমো তেজস্বী যাদবকে এদিন চিঠি দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

কালবৈশাখীর ঝড়ে রাজ্যের দুই মহকুমা লন্ডভন্ড, ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি

আগরতলা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : কালবৈশাখী-র ঝড়ে ত্রিপুরায় দুই মহকুমা লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। আজ ভোরের কালবৈশাখী ঝড়ের তান্ডবে খোয়াই এবং কমলপুর মহকুমায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কমলপুর মহকুমায় দুইটি ত্রান শিবির খোলা হয়েছে। তাতে ২৭ পরিবার-কে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের দেওয়া রিপোর্ট-এ জানা গিয়েছে, ঝড়ে কমলপুর মহকুমায় ৪৩০টি এবং খোয়াই মহকুমায় ২১৮টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাতে, কমলপুর মহকুমায় ১২টি এবং খোয়াই মহকুমায় ২৭টি বাড়ি সম্পুর্ন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়া, মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কমলপুর মহকুমায় ১১৮টি এবং খোয়াই মহকুমায় ৩৯টি বাড়ি। রিপোর্ট-এ জানা গিয়েছে, ঝড়ে আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কমলপুর মহকুমায় ৩০০টি এবং খোয়াই মহকুমায় ১৫২টি বাড়ি।

খোয়াই মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, আজ ভোরে কালবৈশাখী ঝড়ের তান্ডবে খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর ব্লকের আশারামবাড়ি, বনবাজার, চামুবস্তী, থানাবস্তী ও কৃষ্ণমাবস্তী এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের তান্ডবে ঘরবাড়ি, রাবার বাগান ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়। তিনি বলেন, খোয়াই মহকুমা প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল বিশ্বস্ত এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন। মহকুমা প্রশাসন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত ২৭টি পরিবারকে এককালীন ৩ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ক্ষতিগ্রস্ত ২৭টি পরিবারের জন্য অস্থায়ী ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। মহকুমার কৃষ্ণমাবস্তি জে বি বিদ্যালয়ে ১৬ পরিবার এবং আশারামবাড়ি হাইস্কুলে ১১ পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন। ত্রাণ শিবিরে মহকুমা প্রশাসন থেকে চাল, ডাল, পানীয়জল সহ প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, কালবৈশাখী-র তাণ্ডবে খোয়াই-কমলপুর সড়কে গাছ ভেঙ্গে পরে যান চলাচল ব্যহত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন তৎরতায় রাস্তা পরে থাকা গাছ সরানো হয়েছে।

মিড-ডে-মিল কর্মীরা হাতে আক্রান্ত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বড়দোয়ালী স্কুলে মিড ডে মিল কর্মীর হাতে আক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। মিড-ডে-মিল কর্মীর হাতে আক্রান্ত হলেন মিড ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক। ঘটনা বুধবার।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মিড ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী তপন চৌধুরী ২০১৮ সাল থেকে বরদোয়ালি স্কুলে মিড ডে মিলের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। গত কিছুদিন ধরে বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে চলেছে মিড ডে মিলের অর্গানাইজার তপন চৌধুরী।

বুধবার বিদ্যালয় লক্ষাকান্ড সংগঠিত করে অর্গানাইজার তপন চৌধুরী।নানা বিষয় নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়।এক সময় উত্তেজিত হয়ে তপন চৌধুরী নামে মিড ডে মিলের অর্গানাইজার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে মারধর শুরু করে। তিনি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।অভিযুক্ত মিড ডে মিলের অর্গানাইজার বিদ্যালয়ের চেয়ার-টেবিলসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।এ ব্যাপারে থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এর সঙ্গে মিড ডে মিলের অর্গানাইজার এ ধরনের আক্রোশ আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করেছে তা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিলোনীয়ায় মহিলার গলার সোনার চেইন ছিনতাই, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ মার্চ।। বুধবার প্রকাশ্য দিবালোকে গৃহবধূর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে গেল ছিনতাইকারী। ঘটনা বিলোনিয়ার সাতমুড়ি কালিবাড়ি এলাকায়।বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করে আসছে।নেতা মন্ত্রীদের গলায় গলা মিলিয়ে রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরাও একই দাবি করে আসছেন।

কিন্তু তাদের এই দাবী ও বাস্তবের মধ্যে আকাশ জমিন ফারাক পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত মা-বোনদের ইজ্জত এবং ছিনতাইয়ের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। বুধবার প্রকাশ্য দিবালোকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার সাতমুড়া কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এক গৃহবধূর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। মহিলার চিৎকারে এক যুবতী এগিয়ে আসলে তাকেও ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারী। মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন বের হয়ে আসলেও ছিনতাইকারীর বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। যে মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করেছে সেই মহিলার নাম শিল্পী ভৌমিক।

তিনি জানিয়েছেন একই বাইক নিয়ে এসে এক যুবক তার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে চম্পট দেয়। হালকা-পাতলা চেহারার ওই যুবকের গায়ে সাদা টি-শার্ট ছিল। পালসার বাইক নিয়ে সে একাই ছিনতাইয়ের ঘটনা করে চম্পট দেয়।প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল এলাকা থেকে মহিলার গলার সোনার চেইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পরিবর্তন আনা হয়েছে

আগরতলা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (২০২১-২২) কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে ৪৮০ নম্বরের। পরীক্ষা হবে একদিনে। একইদিনে প্রথম শিফটে হবে ফিজিক্স এবং কেমেস্ট্রি পরীক্ষা। এরপর এক ঘন্টার বিরতি। দ্বিতীয় শিফটে হবে বায়োলোজি পরীক্ষা। আধঘন্টা বিরতির পর অংক পরীক্ষা নেওয়া হবে। আজ শিক্ষা ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ধীরেন্দ্র দেববর্মা।

তিনি জানান, ফিজিক্স এবং কেমেস্ট্রি পরীক্ষার সময় হলো ৪৫ মিনিট করে ৯০ মিনিট। বায়োলোজি এবং অংক পরীক্ষা হবে ৪৫ মিনিট করে। প্রতিটি বিষয়ে এম সি কিউ টাইপ ৩০টি করে প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪ করে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ১

নম্বর করে কাটা যাবে। তিনি আরো জানান, বর্তমানে ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার যে সিলেবাস রয়েছে তার ভিত্তিতেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। যুগ্ম অধিকর্তা জানান, প্রতিটি বিষয়ের সিলেবাস ১০টি মডিউল বা ইউনিটে ভাগ করা হবে। নতুন পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের সময় রেঙ্কিং-এর পরিবর্তে পার্সেন্টাইল স্কোর দেওয়া হবে।

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কেন নতুন পদ্ধতি আনা হলো তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যুগ্ম অধিকর্তা জানান, আগে দুই দিনে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হতো। যারা বাইরে থেকে এসে পরীক্ষা দিতো তাদের অনেকেরই দুদিন থাকা খাওয়ার সমস্যা হতো। এবার একদিনেই তিন ঘন্টায় পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যে এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হয় তার সাথে মিল রেখেই এবার পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, গত বছর রাজ্যের ১০টি সেন্টারে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। এবছর কোভিড পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে পরীক্ষা কেন্দ্র বাড়ানো হতে পারে। আশা করা হচ্ছে এবছর জুন মাসের শেষ দিকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হবে। যারা পরীক্ষার জন্য ফর্ম পূরণ করবে তাদের বিস্তারিতভাবে পরীক্ষার বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৬৯ ◘ ১ এপ্রিল ২০২১ ইং ◘ ১৮ চৈত্র ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বেসরকারিকরণের প্রবণতা

একদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি অন্যদিকে দেশের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়ায় সরকার অত্যধিক পরিমাণে বেসরকারিকরণের দিকে ঝুঁকিতেছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে। তবেকেন্দ্রের ভাঁড়ে মা ভবানী। এতটুকু স্বস্তিতে নেই সরকার। সরকার চালাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার সংস্থান করিতেই হিমশিম খাইতেছে সরকার। তাই হয়তো অভাবের সংসারে যা হয় সেই পথই বাছিয়া নিতেছে 'সবকা বিকাশে'র কারিগররা। গরিব মানুষ যেমন অনেকসময় ঘটিবাটি বিক্রি করিয়া অর্থের সংস্থান করিতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থাও অনেকটা তেমনই। যাঁহাদের এক টুকরো জমি আছে অভাবের সময়ে প্রথমে নজর পড়ে সেদিকেই। চেষ্টা হয় সেটা বিক্রি পরিবার। দেশের সরকারেরও সেই দশা। অথচ বাগাড়ম্বরে খামতি নাই। অক্ষমতা ঢাকিতে সরকার একদিকে যেমন বেসরকারি পুঁজির সাহায্যে অর্থসঙ্কট সামলাইতে চাইতেছে, অন্যদিকে আবার সরকারি সম্পদ বিক্রির বিপজ্জনক প্রবণতায় মাতিয়াছে। যাহার সাম্প্রতিকতম নজির সরকারের একটি ফরমান। কী সেই ফরমান? জমি বিক্রি করিয়া দুইহাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের কোষাগারে ঢোকাইতে হইবে বিএসএনএলকে। এতে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশে'র সরকারের দৈন্যেদশাই প্রকাশ পাইল। সমগ্র দেশটাকে সঙ্কটের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কখনও তাহিরা আর্থিক প্যাকেজের টোপ দিয়া বহু মানুষের চাকরি জীবনে অর্ধচন্দ্র টানিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে, কখনও আবার সরকারি স্থাবর সম্পদ বিক্রির পথে হাঁটিতেছে। এরই নাম বিকাশ? প্রশ্ন হইল, কাহির বিকাশ? দেশের না মানুষের? কাহারও নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ ও সরকারি সম্পদ দেদার বিক্রি করিয়া রাজ কোষাগার ভরাইবার যে পরিকল্পনা সরকার নিয়াছে তাাাহহ অনেকের কাছেই বিনা মেঘে বজ্রপাতেরই সমান। যেভাবে টার্গেট করিয়া সরকার অগ্রসর হইতেছে তাহাতে প্রশ্ন জাগিতেছে, দেশটাকেই কি এবার নিলামে তুলিয়া দিবে? যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় ক্ষতির বহর বাড়িতেছে। রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে বহু সরকারি সংস্থা। বিক্রির তালিকায় চলিয়া আসিয়াছে এয়ার ইন্ডিয়াসহ অনেকগুলি সংস্থা। এয়ার ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক দরপত্র জমা নেওয়ার কাজও শেষ হইয়া গেছে।নতুন মালিকানা ঘোষণার অপেক্ষা মাত্র! বেসরকারিকরণের চিন্তাভাবনা হইতে বাদ যায়নি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কও। বেসরকারি পুঁজিকে স্বাগত জানাইতে গিয়া সরকার মানুষকে কার্যত বিপদের মুখে ঠেলিয়ি দিতেছে। দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার কথা বিবেচনায় না রাখিয়া সম্পদ বিক্রির অনাচার শুরু করিয়াছে। এর মাশুল দিতেই হইবে। একটা সময়ে বিএসএনএলই ছিল গর্ব, তাহার পরিষেবায় আস্থা ছিল গ্রাহকদের। কেন বিএসএনএল পরিষেবা থেকে মানুষ মুখ ফিরাইয়া নিতেছে তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেনি সরকার। নেয়নি উপযুক্ত ব্যবস্থা। এখন সমস্ত সার্কেলে মারাত্মক একটি নির্দেশ পাঠাইয়া বলা হইতেছে, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে সংস্থার মালিকানাধীন জমি বিক্রি করিয়া মোট দু'হাজার ৭০ কোটি টাকা তুলিতে চটজলদি পদক্ষেপ নিতে হইবে! রাজ কোষাগার ভরানোর জন্য এমন উদ্যোগে সঙ্গত কারণেই আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন সংস্থার কর্মী অফিসাররা। গরিবের বন্ধু সাজিয়া সরকার গরিবকে ভাতে মারারই চেষ্টা করিতেছে।

অর্থসঙ্কট মোকাবিলায় ঢালাও বেসরকারিকরণ ও সম্পদ বিক্রির পথে হাঁটিতেছে সরকার।তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশে গর্ব করিবার মতো কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেহ। ভারতীয় রেলেও বেসরকারিকরণে উদ্যোগী হইয়াছে। তাহাদের আত্মনির্ভর ভারত গঠনের স্লোগানটি দিবাস্বপ্নের মতো ঠেকিতেছে। খাদের কিনারে এখন দেশের অর্থনীতি। ঋণের বোঝা প্রতিটি মানুষের মাথার উপর। দেশের সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে সরকারের ভাঁড়ারে পর্যাপ্ত অর্থ আনার চেষ্টায় নিয়ম নীতিরও বালাই থাকিতেছে না। পায়ের তলার মাটিটাই যদি বিক্রি হইয়া যায় তাহা হইলে কীসের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে মানুষ! কীভাবে স্বপ্ন দেখিবে? উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখাইবার আগে এই বিষয়গুলি ভাবা দরকার।

নরেন্দ্রপুরে উদ্ধার বিপুল পরিমানে গাঁজা, গ্রেফতার দু''জন

নরেন্দ্রপুর, ৩১ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে বিপুল পরিমানে গাঁজা উদ্ধার করল বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ ও নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। যৌথ তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১৫৫ কেজি গাঁজা, উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের আনুমানিক মূল্য ১৪ লক্ষ টাকা। মঙ্গলবার রাতে নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কামালগাজি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ, সেখান থেকেই উদ্ধার হয় ১৫৫ কেজি গাঁজা। এই ঘটনায় পুলিশ দু''জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম মহম্মদ মোবারক হোসেন ও মহম্মদ সাহিদ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, ওড়িশা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বিপুল পরিমানে গাঁজা। নির্বাচনের কাজে যখন পুলিশ ও প্রশাসনের সমস্ত আধিকারিকরা ব্যস্ত, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গাঁজা পাচার করতে গিয়েই পুলিশের জালে ধরা পড়ে গেল এই দুই দুষ্কৃতী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের কাছে গোপন সুত্র মারফত খবর আসে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পাচারের জন্য ওড়িশা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে প্রচুর পরিমানে গাঁজা। সেই খবর পাওয়ার পর নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ইএম বাইপাসের কাছে সাদা পোশাকে নজরদারি শুরু করে পুলিশ। রাতে কামালগাজি এলাকায় বাইপাস ধাবার কাছে একটি পিকআপ ভ্যান দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। সেই পিকআপ ভ্যানে তল্লাশি চালিয়েই উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমান গাঁজা। প্রাথমিক তদন্ত পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতরা দু''জনেই বিহারের বাসিন্দা। তবে এই গাঁজা পাচারের ঘটনায় আরও কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নির্বাচনের আগে এই বিপুল পরিমান গাঁজা উদ্ধার নিঃসন্দেহে বারুইপুর পুলিশ জেলার বড়সড় একটি সাফল্য বলেই মনে করছেন পুলিশ কর্তারা।

টানা ৮ ঘন্টা জেরা এনসিবি-র, মাদক মামলায় ধৃত এজাজ খান

মুম্বই, ৩১ মার্চ (হি.স.): মাদক মামলায় অবশেষে গ্রেফতারই করা হল অভিনেতা এজাজ খানকে। মাদক মামলায় দীর্ঘ ৮ ঘন্টা ধরে জেরা করার পর এজাজ খানকে গ্রেফতার করেছে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। মঙ্গলবারই মুম্বই এয়ারপোর্ট থেকে আটক করা হয়েছিল এই বলিউড অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিগ বস প্রতিযোগীকে। পাশাপাশি মুম্বইয়ের দু''টি পৃথক জায়গায় তল্লাশিও চালায় এনসিবি।

আটক করার পর এজাজ খানকে মাদক মামলায় জেরা করেন নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরোর গোয়েন্দারা। দীর্ঘ ৮ ঘন্টা ধরে তাঁকে জেরা করা হয়। এনসিবি সূত্রের খবর, বক্তব্যে অসঙ্গতি মেলায় অভিনেতা এজাজ খানকে বুধবার গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার করার পর বুধবার সকালে এজাজ খানকে মেডিক্যাল চেক-আপের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তখন এজাজ জানিয়েছেন, 'আমার বাড়ি থেকে মাত্র চারটি ঘুমের ওষুধ মিলেছে। আমার স্ত্রীর গর্ভপাত না হওয়ার কারণে সে ঘুমের ওষুধ নিয়ে থাকে।'

সক্রিয় রোগী ৪,৯৬৫, তেলেঙ্গানায় ৩ বেড়ে করোনায় মৃত্যু ১,৬৯৭

হায়দরাবাদ, ৩১ মার্চ (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও ৩ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৬৮৪ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ লক্ষ ০৭ হাজার ৮৮৯ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,০১,২২৭ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, ৩০ মার্চ সারাদিনে সুস্থ হয়েছেন ৩৯৪ জন।

গান্ধী ও বেস্টসেলার

শংকর

শুরুতেই আমাদের সর্বোচ্চ ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা যাক। মহৎ ভারতীয় ব্যক্তিত্বদের বিষয়ে এত 'বেস্টসেলার' আছে আমাদের, মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে কোনও বেস্টসেলার নেই কেন—যা ঘরে ঘরে পড়া হবে? মহাত্মা গান্ধী আবিশ্বের শ্রদ্ধা ও প্রণতি অর্জন করেছিলেন। অথচ, তাঁর সম্পর্কে একটিও উল্লেখযোগ্য বই নেই। 'শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-র মতো একটি 'গান্ধীকথামৃত' কি থাকতে পারত না? এই অভাবটা ঘোচানো প্রয়োজন।

আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। বাংলা ভুলে যায়নি মহাত্মা গান্ধী এবং সুভারচন্দ্র বসুর মতানৈতিক্যের কথা। গান্ধীজি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের আগের ভাষণে বলেছিলেন, এই পদে সীতারামাইয়ার পরাজয় এবং সুভাষ বোসের জয় আমার পরাজয় হিসাবে পরিগণিত হবে। বছর কয়েক আগে, গুজরাতে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময় সংবাদমাধ্যমের তরফে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সবরমতী ও ভাগীরথীর মধ্যে পার্থক্য কী? আমি এই প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিঞ্চিৎ চাপে পড়ে আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "গুজরাতে একজন সাধু খোলাখুলি বলেন, 'আমি একজন বেনিয়া'। অন্যদিকে ভাগীরথীর তীরে একজন ধনী ব্যবসায়ীও নকশাল প্লিবীর মতো আচরণ করেন। গুজরাতে কবিরাও প্রশ্ন করেন, 'আপনার ধান্দা কী?' আর ওদিকে, বাংলায় ধান্দাবাজদের সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়।

হয়তো হালকা চালেই এই কথাটা বলা। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, বাংলার লেখক-কবি ইতিহাসবিদরা জাতির জনকের জন্য যথেষ্ট করেছেন কি? অথচ ভেবে দেখুন, বাংলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অবিশ্বাস্য। একজন ব্রিটিশন গর্ভনর জেনারেল যখন গান্ধীজির সঙ্গে লড়তে লড়তে হতোদ্যম ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন ব্যক্তিগত স্তরে তিনি গান্ধীজিকে 'সাপ' বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু বাংলার নতুন বড়লাট, যিনি পরবর্তীতে ভারতের গভর্নর জেনারেল হন, তিনি কলকাতায় যখন আসেন, ১৯৪৭ সালের, তখন নিশ্চিত করেন যে, মানুষ হিসাবে গান্ধীজি এবং প্রদেশ হিসাবে বাংলা—ভারতের এই দুই আলো তখনও নির্বাচিত হয়নি।

আমি কলকাতার শেষ ব্রিটিশ ব্যারিস্টারের শেষ বাবু হিসাবে কাজ করে আমার জীবন শুরু করেছিলাম। তিনি মহাত্মা গান্ধী এবং কবিগুরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রীতিমতো অনুরাগী ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন,

কলকাতার গর্বিত হওয়া উচিত যে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 'বার অ্যাট ল' হিসাবে ফিরে আসা গান্ধীজি কলকাতা হাই কোর্টে নিজেক 'বার অফ ইংল্যান্ড'-এর সদস্য হিসাবে নথিভুক্ত করেন। তিনি বেশ কয়েকবার কলকাতায় এসেছেন, এবং প্রায় কাউকে কিছু না জানিয়েই তিনি বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠে হাজির হয়েছিলেন। কীভাবে মহান সন্ন্যাসীরা একে-অপরের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ রাখেন---সেই সৌভ্রাতৃত্বের সাররহস্য জানতে তিনি উৎসুক ছিলেন।

কিছু ভুল বোঝাবুঝির মুহূর্তেও তৈরি হয়েছে বটে। মার্কিন দূতাবাসের আবাসনের সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করে তাঁর মনে হয়েছিল, সিস্টার বোধহয় বিসালব্যবসনের মধ্যে থাকেন। পরে অবশ্য তিনি সেজন্য ক্ষমা যেছে নেন। অবশ্য, লিখিতভাবে এ -ভ্রম তিনি সংশোধন করেছিলেন, কি না, তা একন অজানা। তিনি তো প্রকাশ্যে নিজের ভুল শুধরে নিতে ভালবাসতেন, ভালবাসতেন সত্য নিয়ে তাঁর নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর সৃষ্ট শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং মুগ্ধতা আমরা এড়িয়ে যাব কী করে? একবার তিনি চেলাচামুণ্ডা-সহ সেখানে হাজির হয়ে শৌচালয় পরিষ্কার করেছিলেন নিজে হাতে। অনেকেই জানি না, মহত্মা গান্ধীর শেষ শান্তিনিকেতন সফরের কথা। সেই সফরে মৃতপ্রায় কবি তাঁকে নিজে হাতে লিখে জানিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রাণাধিক বিশ্বভারতীর কী পরিণতি হতে পারে দ্বিধান্বিত, উদ্বিগ্ন কবির সেই চিঠি—যা ট্রেনে অপেক্ষারত অবস্থায় গান্ধীজি হাতে পান, তা ইতিহাস তৈরি করল। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে দিল্লিতে আসীন নবতম সরকারকে গান্ধীজি মনে করিয়ে দিলেন কবির কাছে করা তাঁর শপথের কথা---যা বিশ্বভারতীর মতো একটি মহান প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার রাস্তা পরিষ্কার করল।

১৯৪৬ -এর সেই ভয়াবহ দাঙ্গার দিনগুলিতে নোয়াকালিতে গান্ধীজি যে-ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে পড়ে। এত কিছুর পরেও তাঁর একান্ত বাঙালি অনুচর অধ্যাপক নির্মল বসুর লেখা আমরা অকুণ্ঠভাবে হাতে পেলাম কই? তিনি যে মহাত্মাকে বাংলায় 'আমার জীবনই আমার বাণী' লিখতে সাহায্য করেছিলেন, তা আমরা ক'জন জানি? আজ আমরা গান্ধীজিকে বলতে চাই, আপনার বাণীই আমাদের জীবন। কত অসামান্য মুহূর্ত আছে তার সঙ্গে আমাদের! ভাবুন দেখি, খোদ দিল্লিতে না-থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের মতো একটা দিনে ভারতের অহিংস আন্দোলনের কান্ডারি ছিলেন কলকাতার বেলেঘাটায়। ইতিহাসের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কত সৌভাগ্যবান আমরা।

আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক স্বনামধন্য ভাইঝির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এবং তিতিবিরক্ত কস্তুরবা গান্ধীর খানিক খটমটো ও লেগেছিল। এই দু'জনের সঙ্গেই সেই ভাইঝির লম্বা লম্বা চিঠি বিনিময় হয়েছিল।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল গান্ধীর মহৎ জীবনীকার তেণ্ডুলকরের সঙ্গে দেখা করার, প্রতাপ রায়ের বাড়িতে। সে বাড়ির নাম ছিল 'গীতাঞ্জলি' । সে এক স্মৃতিধার্য এবং মনোরম অভিজ্ঞতা ছিল বটে!

আমি কখনওই দাবি করতে পারি না, গান্ধীজির বিষয়ে আমার অগাধ জ্ঞান এবং পড়াশোনা রয়েছে। কিন্তু আমি বাংলার এক সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদককে জানতাম, যিনি দিল্লিতে গান্ধী হত্যাকাণ্ডের সময় নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এই ঘটনার পর যে, তিনি এই এক্সক্লুসিভ খবরটি লিখতেই ভুলে যান। শুধু তা-ই নয়, ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত এক পিরোর্টার, যিনি অন্য একটি সংবাদ সংস্থায় চাকরিরত ছিলেন, তিনি বিড়লা হাইসের বাইরে বসে চা খেতে খেতে এই ঘটনা শোনেন, এবং শেষাবধি এই খবর তিনিই করেন। দুনিয়াকে তিনিই জানান, 'গান্ধীজিকে গুলি করা হয়েছে, চরমতম খারাপ পরিণতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমি শুনেছি সেই সাংবাদিক সবরমতী আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ নিয়ে একটা চমৎকার বই হতে পারে। আমার মনে আছে, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের সেই নিয়তিতাড়িত বিকেলের কথা, যখন হাওড়া খুরুট রোডে নিজের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে নাবালক আমি শুনছিলাম, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, যিনি ছিলেন গান্ধীজির সবচেয়ে বিশ্বস্ত ডাক্তারষ ধ্বস্ত কণ্ঠে দেশবাসীকে জানাচ্ছেন, 'একটু আগে দিল্লি থেকে পূর্ব ভারতের এরিয়া কমান্ডারের কাছে এসে পৌঁছেছে এক বিধ্বাংসী খবর, যে ...' আমার মনে আছে, আমি পুণাতে আগা খান প্রাসাদে গিয়েছিলাম, যেখানে ডা. বিধান রায় প্রায়শই গান্ধীজির চিকিৎসা করেছেন, তাঁর অনশন ভাঙিয়েছেন, এবং সেখানেই গান্ধীজির স্ত্রী কস্তুরবা শেষ শ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

বহু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত আছে। মনে পড়ে সেই বিতর্ক, যখন ভারতীয় চলচ্চিত্রকাররা আপত্তি তুললেন, অ্যাটেনবারোর মতো একজন ব্রিটিশ চিত্রনির্মাতাকে কেন ইন্দিরা গান্ধী অর্থসাহায্য করছেন মহাত্মার উপর ছবি বানানোর জন্য? এ ছবি তো একজন ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের বানানোর কথা! কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তখন সেই মহৎ সিদ্ধান্ত নিলেন বলেই না পৃথিবী এমন একটি অনবদ্য ছবি পেল। আর গান্ধীও হয়ে উঠলেন বিশ শতকের সবচেয়ে বড় নায়কদের অন্যতম।

সেই সময় আমি ছিলাম প্যারিসে, এক প্রতিভাবনা চিত্রশিল্পীর আতিথেয়তা রক্ষা করছিলাম। সে সময় আমার একটি নতুন চশমার প্রয়োজন হল। আমার জয়ালু অতিথিবৎসল হোস্ট আমাকে নিয়ে গেলেন প্যারিসের সবচেয়ে ফ্যাশনদুরস্ত দোকানের একটিতে। দোকানের লোকজন জানালেন, গান্ধীজির ধাঁচের পুরনো চশমার এখন খুব কদর। কোটিপতি থেকে সাধারণ মানুষ--- সবাই তেমন ফ্রেমের চশমা পরতে চায়। আমার শুধু একটাই ইচ্ছা, মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে এমন একটি বই কি হতে পারে না, যা ঘরে ধরে পড়া হবে? কী করে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে? (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

আর নয় এপ্রিল ফুল এবার 'Happy New FY-2021-22'

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

করোনাকালে আড্ডাটা ঠিক আগের মতো জমে না, তবুও বসে। আমাদের আড্ডার মধ্যমণি বৈকুণ্ঠবাবু বিভিন্ন আলোচনায় তাঁর কথাই শেষ কথা। গত রবিবার আড্ডায় এসেই বললেন, মার্চ মাস শেষ হতে মাত্র কয়েকটি দিন বাকি, এপ্রিল আসছে। নতুন ফিনান্সিয়াল বছর শুরু হবে। সবাই একযোগে বলে উঠল—এ আর নতুন কথা কী। বৈকুণ্ঠবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছু সময় চুপটি করে রইলেন। বললেন, বুঝতে পারছি এখন তোদের মাথায় বাংলা নববর্ষ ছাড়া আর কিছু ঘুরছে না। দেদার খাওয়াদাওয়া আর সকাল থেকেই শুভ নববর্ষ ---শুভ নববর্ষ ম্যাসেজ---এছাড়া আর কোনও ভাবনাই নেই। আর এপ্রিলের প্রথম দিন কাকে ফুল বানাবি তার ভাবনা। অন্যকে ফুল বানাতে গিয়ে তোরা তো বছর শেষে হাত কামড়াকামড়ি করিস। নতুনভাবে ভাবতে শেখ। আমার মাথায় নতুন আইডিয়া এসেছে। সবাই হই হই করে উঠল- আরো নতুন ভাবনা—ও বলবে তো। বেড়াতে যাবে—খাওয়াদাওয়া। বৈকুণ্ঠবাবু আরও গম্ভীর—মুদ্রিত চক্ষু। আমরা জানি, এবার কী করতে হবে। আরেক রাউন্ড চায়ের অর্ডার। ভোম্বলদা দিতে শুরু করতেই বৈকুণ্ঠবাবু চায়ে এক 'সিপ' দিয়ে ঘোষণা করার মতো ভঙ্গিতে বললেন, এবার থেকে ১লা এপ্রিলের আর নয় 'এপ্রিল ফুল' —আমরা সকলকে 'হ্যাপি নিউ ফিনানশিয়াল ইয়ারের' শুভেচ্ছা জানাব। উইস করব হ্যাপি প্রসপর্যাস ইয়ার। তারপরে স্বগতোক্তির উক্তির মতে বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, তোদের তো না আসে বাংলা, না আসে ইংরেজি। লিখবি, 'শুভ নতুন আর্থিক বর্ষ, আপনার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি'। আড্ডার কয়েকজন একটু উশখুস করে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাবলিক খাবে না'। এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল কয়েক মিনিটে পরে। চশমাটা পরিষ্কার করে নিয়ে চোখে দিতে দিতে বৈকুণ্ঠবাবু খেদ প্রকাশ করলেন—একজন্যই বাঙালির না হলো ব্যবসা, সব আর্থিক কর্মকাণ্ডে চিরদিন গর্তের মধ্যেই রয়ে গেল। ১লা এপ্রিল থেকে যে আর্থিক বছর শুরু হচ্ছে তার গুরুত্ব বোঝার মতো তোদের ঘটে বুদ্ধি আছে কি? নতুন করে ভাবতে পারসি না। সবাই একটু গকচকিয়ে গেলেও একসঙ্গে বলে উঠল, বৈকুণ্ঠদা একটু বুঝিয়ে বলবে তো, তুমি না বললে জানব কী করে? আমাদের জানা আছে— এবার বৈকুণ্ঠদা কী করবেন। প্রথমে সিগারেট ধরাবেন— তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে হাসি মাখানো মুখে বক্তব্য পেশ করবেন। আমরা এবার বৈকুণ্ঠবাবু কী ব্যাখ্যা দিলেন, সেই ব্যাখ্যা শুনব।

বৈকুণ্ঠবাবু সচরাচর যে ভেবে কোনও কিছু শুরু করেন, এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। বললেন, ঠিক আছে ১লা এপ্রিল গ্রিটিংস কেন পাঠাবো সে কথায় যাবর আগে এপ্রিল ফুল কীবাবে এল তা বলি। এপ্রিল ফুল শুরুর ইতিহাস নিয়ে অনেকে রকম গল্পকথা আছে। ১৫৬৪ সালে ফ্রান্সে এপ্রিল থেকে জানুয়ারিতে বর্ষ শুরু নিয়ে এপ্রিল ফুলের গল্পকথা অনেকেশেই জানা । না সে গল্প নয়। ফ্রান্স নয়, জার্মান কাহিনি বলছি। ১৫৩৩ সালে জার্মানির অগসবার্গে আইনবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। এই বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা নিয়ে শুরু হয় পাটকাবাজি। একজন বাজিগর ছিলেন তার হোতা। তার কাছে অনেকের বাজির টাকা জমা পড়ে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সেই বৈঠক হয় না। বাজিকর সবাইকে বোদা বানিয়ে টাকা হাতিয়ে নেন। এপ্রিল ফুলের অনেক গল্পের এটি একটি। জার্মান ও ফরাসী গল্পের মধ্যে এদিক ওদিক করে বৈকুণ্ঠবাবু মিল বের করে ফেললেন। ফরাসী গল্পের বর্ষ শুরু, আর জার্মান গল্পের অর্থ আর আইনের মিলে নতুন আর্থিক বর্ষ।

আমাদের ক্যালেন্ডার বর্ষ জানুয়ারিতে শুরু হলেও আর্থিক জগতের কর্মকাণ্ড, ব্যবসাবাণিজ্যের হিসেব নিকেশ অফিস কাছারিতে বড়বাবু থেকে ছোটবাবু সবারই মাইনে, বোনাস ছুটি সব কিছু এপ্রিল-মার্চের কক্ষপথে ঘুরছে। আর শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কেন, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর এই শিক্ষাবর্ষ তো লোপাট হয়ে গেছে। নতুন বই, খাতা, পেন্সিলের সেই সুন্দর গন্ধ এখন মেলে এপ্রিল-মে মাসে।

বাংলার বলা বৈশাখ আর ইংরেজির বলা জানুয়ারি তো হুলোড়ের ব্যাপারস্যাপার। সিরিয়াস কোনও ব্যাপারই নেই। শুধুমাত্র এটা করব, সেটা করব---এসব আস্ফালন অনেকে নেন নতুন বর্ষের শপথ। বলাতে শপথ, চরাতে ভুলে যাওয়া, এর নামই শপথ।

বৈকুণ্ঠবাবুর পরের মন্তব্য ছাঃ কী বলব। আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বৈকুণ্ঠবাবু আরও গম্ভীরভাবে অর্থনীতি আর সমাজের মধ্যে সম্পর্কের কথা টেনে আনলেন। অর্থনীতি না থাকলে সমাজনীতি যাবে না। সমাজের অর্থাৎ সাধারণের ভালো থাকা, খারাপ থাকা, সবই তো আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। আর্থিক ব্যবস্থার ওঠানামা আবার অনেকটাই নির্ভর করে সরকারে আর্থিক রাজস্ব নীতির ওপর। আর এজন্যই তো ফি বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চের প্রথম ভাগে কেন্দ্র, রাজ্যে রাজ্যে সরকার আয়ব্যয়ের হিসেব পেশ করে—যাবে আমরা বলি বাজেট। অন্যভাবে বললে, বাজেট এক হাতে দেওয়া, অন্য হাতে নিয়ে নেবার এক খাতা। দেবার হাত বড় হলে নতুন নতুন প্রকল্প, কাজকর্ম, ব্যবসাবাণিজ্যে পালের হাওয়া লাগে—সমাজ চনমনে হয়। আর উল্টোটা হলে গোটা দেশই ঝিমিয়ে পড়ে।

এখানেই শেষ নয়, আয়কর পণ্য ও পরিবেশ কর সহ সব ট্যাক্স/ শুল্ক কতটা যাচ্ছে তার ওপরে আমজনতার পকেট নির্ভর করে। বৈকুণ্ঠবাবুর মন্তব্য—এই যে বাজে তা কবে লাগু হয়? উত্তর নিজেই দেন—১লা এপ্রিল থেকে, তোদের জানুয়ারি থেকে কিন্তু নয়।

কে যেন ফুটকি কেটে বলল, এ আর নতুন কথা কী? আয়কর আইন, আমদানি, রফতানি আইন—সবইতো ছিল কথা শেষ হবার আগেই বৈকুণ্ঠবাবু তার রাশ টেনে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ তা তো ছিলই। বছর বছর বিভিন্ন আইনে যেসব রদবদল বচ্ছে, তার ধাক্কা সামলানো খুব সহজ কথা নয়। এই ধাক্কাতে সব হিসেবনিকেশ গুলিয়ে যায়। ভাবতে হয়, নতুন করে। যেমন এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট। আয় কর খাতে কোনও পরিবর্তন নেই, নেই বাড়তি ছাড়। অন্যদিকে ইজি একে কর বসল, বাড়তি সঞ্চয়র জন্য—অন্য রাস্তা খোঁজা ছাড়া উপায় নেই। আর না হলে আয়কর দাও। পকেট ফাঁকা হবে। আবার যারা সাশ্রয়ী ফ্ল্যাট কিনেছে তাদের বাড়তি ছাড়ের সময় বাড়ল। এতদিন আয়কর রিটার্ন জমা না দিয়ে যারা ঘুরে বেড়াতেন এবার তাদের হ্যাপা বাড়ল। রিটার্ন দাও , না হলে দ্বিগুণ হারে টিজিএস বা সিএস। আবার ৭৫ বছর বয়স হলে আযকর রিটার্ন না দিলেও চলবে, অবশ্য শর্ত আছে। আয়কর আইনের এই পরিবর্তন কবে থেকে লাগু হবে—সেই ১লা এপ্রিল২০২১।

আয়কর নিয়ে টাকা এতটা বক্তব্য রেখে বৈকুণ্ঠবাবু একটু 'প্যাজ' দিয়ে ভাষণের ভঙ্গিতে বলে চললেন, আর এই আইনে শেষ নয়। ১লা এপ্রিল থেকে কত নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে---তোদের ধারণা নেই। পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ—কাকে ছোঁবে না? কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, পেশাদার, শিল্প—সুবিধা তো সবারই পাওয়ার কথা। আবার পেট্রোপণ্যে কৃষি সেস এক পক্ষের জন্য অন্য পক্ষের ওপর চাপ। ১ লা এপ্রিল—সরকারি দফতরে ১ লা বৈশাখের মতো নতুন খাতা খোলার দিন আর শুধু সরকারি কেন, বাঙ্ক, বিমা সংস্থা থেকে বেসরকারি সংস্তার লাভক্ষতির খাতা, পাওনা-গণ্ডার সব হিসেব শুরু ১ লা এপ্রিল, শেষ পরের বছরের ৩১ মার্চ। ১ লা বৈশাখের হালখাতার কোনও সরকারি কৌলিন্য আছে? এ তো খেরুয়া খাতা মাত্র। সমাজ যখন অর্থনীতির হিসেব নিকেশ ছাড়া এক পা এগোতে পারে না। তখন ১ লা এপ্রিল যদি আর্থিক কর্মকাণ্ডের পয়লা দিন হয়, তবে শুভেচ্ছা, উইস করতে আপত্তি হাল খারাপ তো আমরা খারাপ। এরপরে আরও গভীরভাবে বৈকুণ্ঠবাবু মন্তব্য, ভাবছি আর্চি, গুগলকে মেল পাঠিয়ে নিউ ফিনানশিয়াল ইয়ারের কার্ড বানানোর প্রস্তাব দেব। ভাবতে পারছিস—এপ্রিল পুলের কয়েকশো বছরের রাজত্ব শেষ। নতুন অর্থবর্ষকে বরণ করে বাংলা হবে পাওনির—পৃথিকৃত 'হ্যাপি নিউ এফওয়াই ২০২১-২২', নতুন অর্থবর্ষ—স্বগত'। বড্ড দেরি হয়ে গেল আর কথা না বাড়িয়ে বৈকুণ্ঠবাবু আড্ডা ছেড়ে বাড়ির পথে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহাকে স্মরণ করল সিপিআইএম নেতৃত্বরা। ছবি ঃ নিজস্ব

ভারতের বৃত্তি পাচ্ছেন দুই হাজার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা উত্তরাধিকারী

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ৩১।। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার প্রতি বছর মুক্তিযোদ্ধা উত্তরাধিকারীদের বৃত্তি প্রদান করে। এ বছর দুই হাজার শিক্ষার্থী এই বৃত্তি পাচ্ছেন।

ভারত সরকার ২০০৬ সালে মুক্তিযোদ্ধা উত্তরাধিকারীদের জন্য 'মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তি প্রকল্প' শুরু করেছিল। প্রাথমিকভাবে উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর ২৪ হাজার টাকা করে চার বছর এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ১০ হাজার টাকা করে দুই বছর বৃত্তি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে নতুন বৃত্তি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়। নতুন বৃত্তি প্রকল্পের অধীনে পরবর্তী পাঁচ বছরে ১০ হাজার বাংলাদেশী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা উত্তরাধিকারী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন ২০ হাজার টাকা এবং স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেয়া হবে। উভয় প্রকল্পের জন্য ভারত সরকার ৩৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এখন পর্যন্ত ১৭ হাজার ৮২ জন শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে ৩৭ দশমিক ৯৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এই বছর উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ের এক হাজার করে মোট দুই হাজার শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের আওতায় বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সকল জায়গা থেকে শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে ব্যাপক সহযোগিতা করেছে।

এ বছর থেকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের সাথে ডিরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার (ডিবিটি) পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বৃত্তির পরিমাণ সরাসরি জমা হবে। এ বিষয়ে ভারতীয় হাই কমিশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আজ থেকে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, গুলশান শাখা সরাসরি বৃত্তির টাকা হস্তান্তর শুরু করবে।

বাংলাদেশে একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড, মৃত্যু ৯ হাজার ছাড়াল

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ৩১।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৯ হাজার ৪৬ জনে। তাদের মধ্যে পুরুষ ৩৮ জন ও নারী ১৪ জন। একই সময়ে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৫ হাজার ৩৫৮ জনের। এ নিয়ে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ লাখ ১১ হাজার ২৯৫ জন।

বুধবার (৩১ মার্চ) স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশের ২২৪টি সরকারি ও বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে ২৬ হাজার ৬৭১টি নমুনা সংগ্রহ ও ২৬ হাজার ৯৩১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৯০ শতাংশ। গত বছরের ৮ মার্চ প্রথম রোগী শনাক্ত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত শনাক্তের মোট হার ১৩ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। একই সময়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন দুই হাজার ২১৯ জন। এ নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যা পাঁচ লাখ ৪২ হাজার ২৯৯ জন। ২৪ ঘণ্টায় সুস্থতার হার ৮৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত ৫২ জনের মধ্যে বিশোর্ধ এক, ত্রিশোর্ধ পাঁচ, চল্লিশোর্ধ আট, পঞ্চাশোর্ধ আট ও ষাটোর্ধ ৩০ জন। বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মৃত ৫২ জনের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩৪ জন, চট্টগ্রামে ৯ জন, রাজশাহীতে তিনজন, খুলনায় তিনজন, সিলেটে দুজন ও রংপুর বিভাগে একজন। এদিকে, বাংলাদেশে টানা তিন দিন ৫ হাজারের ওপরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এর আগে গত সোমবার পাঁচ হাজার ১৮১ জনের করোনা শনাক্ত হয়। এরপর মঙ্গলবার করোনা শনাক্ত হয় পাঁচ হাজার ৪২ জনের।

মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা হলে নাটক আর বিজেপি উপর হামলা হলে হামলা": প্রশ্ন মদন মিত্রর

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি স): লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে প্রথম দফার ভোট। পোহালেই দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু। কিন্তু অন্যদিকে অব্যাহত বিজেপি তৃণমূল তরজা। এরই মাঝে বুধবার "মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা হলে নাটক, আর বিজেপি উপর হামলা হলে হামলা" এমনটাই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। বুধবার প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় ধুন্ধুমার কান্ড বাঁধে বারাকপুরে। আর এরপরেই তৃণমূল নেতা মদন মিত্র বলেন, " বিজেপি তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা হলে সেটা নাটক? তাহলে বিজেপি নেতার উপর হামলাটা হামলা। বিজেপির গুন্ডারা আমাদের দলের লোকেদের উপর হামলা চালিয়েছে। আমার পায়ে আঘাত লেগেছে। বিজেপি বুঝতে পারছে মানুষ ওদের সঙ্গে নেই। তাই এসব করছে। এটা বিজেপির পরিকল্পিত কারসাজি। মমতার উপর হামলা হলে ওঁদের নাটক মনে হয়। আর এখন শুভ্রাংশুর উপর হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করছে। এই গোটা ঘটনা যিনি ঘটিয়েছেন তিনি বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। আমাদের প্রচুর লোক ওখানে ছিল। তাঁরা চাইলে অনেক কিছুই ঘটতে পারত"।

বেলুড় মঠে জে পি নাড্ডা

কলকাতা,৩১ মার্চ (হি স): আর কিছুক্ষণের আপেক্ষা। তারপরেই শুরু দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ পর্ব। তবে, তারই মাঝে বিজেপি তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। কিন্তু অন্যদিক বুধবার বেলুড় মঠে হাজির বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা।

রাত পোহালেই দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু। আর দ্বিতীয় দফার ভোটে হটস্পট নন্দীগ্রাম। কারণ সেখানে তৃণমূলের হয়ে লড়ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিক বিজেপির হয়ে লড়ছে শুভেন্দু অধিকারী। এরই মাঝে বুধবার বেলুড়ে রোড শো করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। জে পি নাড্ডা প্রথমে বেলুড় মঠে যান তারপর সেখান থেকে পুরশুড়াতেও রোড শো করেন তিনি। আর তারপরেই জে পি নাড্ডা বলেন, "তোলাবাজি তোষণের ফলে বাংলার মানুষ কষ্টে আছেন। মোদির নেতৃত্বে আসল পরিবর্তন হবে। সোনার বাংলা হবে। নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারবেন। আমরা ২০০-র বেশি আসন পাব"।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের মুখে অশান্ত সবং বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর, বোমাবাজি

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : রাত পোহালেই বঙ্গে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। তার আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং। বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের ৪ নম্বর দশগ্রাম অঞ্চলের কোপ্তিপুর গ্রামে অশান্তির সৃষ্টি হয়। বিজেপির অভিযোগ, গতকাল রাতে দুষ্কৃতীরা এলাকায় দফায় দফায় বোমাবাজি করে। একাধিক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। বোমার আঘাতে জখম হন দুলাল বর্মন নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। এর পাশাপাশি ৬ নম্বর চাউলকুড়ি অঞ্চলের খরিকা গ্রামে বিজেপি কর্মীদের বাড়িও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি প্রার্থী অমূল্য মাইতির অভিযোগ, মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে তৃণমূল প্রার্থী মানস ভুঁইয়ার অনুগামীরা বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করছে। এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য দফায় দফায় বোমাবাজি করছে। বোমার আঘাতে এক স্থানীয় বাসিন্দা জখম হয়েছেন। এই ঘটনায় সবং থানায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী অমূল্য মাইতি। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

নির্বাচনের আগে গ্রেফতার করা যাবে না আবু তাহেরসহ ১৪ জনকে, স্বস্তিতে তৃণমূল

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি.স) : নির্বাচনের আগে গ্রেফতার করা যাবে না নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলন মামলায় অভিযুক্ত আবু তাহেরসহ ১৪ জনকে। কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় প্রকাশে আসার পর স্বভাবতই স্বস্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার জমি আন্দোলন মামলায় ৫ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁদের গ্রেফতার করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলায় স্থিতাবস্থা জারি করেছেন বিচারপতিরা। আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, ৫ এপ্রিল পর্যন্ত এই মামলায় যারা জেলে রয়েছে তারা যেমন জামিন পাবে না, তেমনই যারা বাইরে রয়েছে তাদের গ্রেফতার করা যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই এই রায়ে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে স্বস্তিতে তৃণমূল।

প্রথমে তাঁদের আবেদন মামলা গ্রহণ করেনি হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। উলটে আবেদনকারীদের ৭ এপ্রিল আদালতের নিয়মিত বেঞ্চে আবেদন করতে বলা হয়। ফলে নন্দীগ্রামের নির্বাচনের আগেই তাঁদের গ্রেফতারির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। যদিও পরে দুই বিচারপতি ৫ এপ্রিল পর্যন্ত এই মামলায় স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তাঁদের গ্রেফতার করা যাবে না।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে, তৎকালীন বাম সরকারের আমলে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়ে শেখ সুফিয়ান, আবু তাহেরসহ এলাকার কয়েকজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়। সরকারপক্ষের তরফে এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সম্প্রতি নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনকারীদের উপর থেকে মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিল বর্তমান রাজ্য সরকার। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের পালটা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়। এরপরই হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নতুন করে নন্দীগ্রাম জমি মামলা চালুর নির্দেশ দেয়। হলদিয়া আদালত শুনানিতে অভিযুক্তদের জামিন নাকচ করে গ্রেফতারির নির্দেশ দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বুধবার কলকাতা হাই কোর্টে গিয়েছিলেন আবু তাহেররা। বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা।

ডিমা হাসাও জেলায় ভূমি ধস, গাছ পড়ে আটকে ভোট কর্মীর দল ডিমা হাসাও জেলায় ভূমি

হাফলং (অসম) ৩১ মার্চ (হি স) : ডিমা হাসাও জেলায় প্রবল বর্ষণের দরুন ভূমি ধসে আটকে পড়েছেন ভোট কর্মীরা। পাহাড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে পাহাড় ধসে রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জেলা প্রশাসন ধস সারাই করে ভোট কর্মীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। এদিকে প্রচণ্ড বৃষ্টির দরুন দিয়ুং নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় এবার থাইজোয়ারি থেকে ফালাইপাহাড়ি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছেছেন ভোট কর্মীরা। মঙ্গলবার থেকে পাহাড়ে বৃষ্টির দরুন বহু স্থানে গাছ ভেঙে পড়েছে, পাহাড়ের মাটি ধসে রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়েছে। এতে আগামী কাল অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় দফার ভোট কর্মীদের যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে ভোট কর্মীদের খাবার অতি নিম্নমানের বলে অভিযোগ তুলেছেন ভোট কর্মীরা। জেলাশাসকের কার্যালয় থেকে ভোট কর্মীরা নিজ নিজ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগে ভোট কর্মীদের যে খাবার দেওয়া হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় এবং অতি নিম্নমানের বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন অনেক ভোট কর্মী। শুধু ডাল আর ডিমের ঝুল দিয়ে খাবার দেওয়া হয়েছে বলে ভোট কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ভোট কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের যে পানীয় জল পরিবেশন করা হচ্ছে তা নাকি বৃষ্টির জল। দ্বিতীয় দফায় ভোট গ্রহণের জন্য হাফলং আসনের ২৪৬টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে মঙ্গলবার প্রথম দফায় ১০১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভোট কর্মীরা নিজেদের ভোট গ্রহন কেন্দ্র গুলিতে উপস্থিত হওয়ার পর বুধবার ১৪৫টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভোট কর্মীরা নিজ নিজ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। হাফলং আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৮৩ জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ৭৩ হাজার ৪৬৩ জন, মহিলা ভোটার ৭২ হাজার ৭২০ জন। মোট ২৪৬টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ৭০টি অতি স্পর্শকাতর, ৭৬ টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্পর্শকাতার এবং তুলনামূলক ভাবে ১০০ টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রকে নিরাপদ বলে ঘোষনা করেছে জেলা প্রশাসন। জেলার অতি স্পর্শকাতর ও স্পর্শকাতর ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে অসম পুলিশের গৃহরক্ষী বাহিনী, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৭.০০টা থেকে বিকেল ৬.০০টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ডিমা হাসাও জেলায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসন সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছে।

ভারতে ২৪.৩৬-কোটির উর্ধ্বে করোনা টেস্ট, সক্রিয় রোগী ৪.৫৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২৪.৩৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ মার্চ সারা দিনে ১০,২২,৯১৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৪,৩৬, ৭২,৯৪০-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩,৪৮০ জন। ভারতে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ১১,৮৪৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,২৮০ জন।

বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৬২, ৪৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫৪ জনের, প্রায় সাড়ে ৩ মাস পর দৈনিক মৃত্যু চাড়াল ৩৫০।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১৪,৩৪,৩০১ জন (৯৪.১১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ১১,৮৪৬ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৫,৫২,৫৬৬ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৪.৫৫ শতাংশ)।

ফের বাড়ল সংক্রমণ, মৃত্যু আরও ৮৭৩ জনের

ওয়াশিংটন, ৩১ মার্চ (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের আগ্রাসনে রাশ টানাই যাচ্ছে না, মার্কিন মুলুকে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬২,৪৫৯ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৭৩ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩১,০৯৭,১৫৪-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮৭৩ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৩৮ জনের।

ধুন্ধুমার বারাকপুর, শুভ্রাংশু রায়ের গাড়িতে হামলা, হেনস্থা রাজ চক্রবর্তী, চলল গুলি, ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের লাঠিচার্জ

বারাকপুর, ৩১ মার্চ (হি.স) : বুধবার বারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে রাজ্যে ষষ্ঠ দফার বিধানসভা নির্বাচনে একাধিক বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশ করার দিনে দু"পক্ষের সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে বারাকপুর। ঘটনাটি ঘটে এদিন দুপুরে।

এদিন দুপুরে বারাকপুরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাজ চক্রবর্তী মনোনয়ন জমা দিতে মহকুমা শাসকের অফিসে আসেন। স্বাভাবিকভাবে আগে থেকে মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে সামনে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির বহু সমর্থক সেখানে জমায়েত হয়েছিল। রাজ চক্রবর্তী এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বিজেপি এবং তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। দফায় দফায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। চলে ইটবৃষ্টি। এদিন বারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী রাজ চক্রবর্তী স্ত্রী শুভশ্রীকে নিয়ে ব্যালি করে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যান মহকুমা শাসকের অফিসে। তিনি মহকুমা শাসকের অফিসে ঢোকার পর ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। শুরু হয় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ।

এরপর মনোনয়ন জমা দিতে আসেন বীজপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভ্রাংশু রায়।

তিনি মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরোনার সময় তাঁর গাড়িতেও হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তাঁর গাড়ি লক্ষ করে ইটবৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।

তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, বিজেপি সমর্থকদের হাতে এদিন হেনস্থা হতে হয় রাজ চক্রবর্তীকে। বারাকপুরের তৃণমূল নেতা তথা পুর প্রশাসক উত্তম দাস অভিযোগ করেছেন, বিজেপি সমর্থকরা তৃণমূল সমর্থকদের উপর হামলা চালিয়েছে। এক তৃণমূল কর্মীর উপর গুলি চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। ওই তৃণমূল সমর্থক ভাটপাড়ার বাসিন্দা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে বিএনবসু মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া বীজপুরে তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারির এক আত্মীয়ের গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলেও দলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে।

পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে এদিন লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। বারাকপুরের পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। এলাকায় নামানো হয়েছে ব্যাফ। এলাকা থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্রও। যদিও এ নিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, কোন আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয় নি। তৃণমূলের তরফে গোটা ঘটনাটিকে পূর্ব পরিকল্পিত বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

বারাকপুরের দিনভর এই উত্তেজনায় গোটা ঘটনায় দুই দলেরই কিছু লোক আহত হয়। কয়েকজন পুলিশও আহত হয়েছেন বলে খবর।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বারাকপুরের সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, উদ্দেশ্য পরিকল্পিতভাবে বিজেপি প্রার্থীদের উপর হামলা চালানোর জন্য আগে থেকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা সেখানে উপস্থিত ছিল। বিজেপি প্রার্থী শুভ্রাংশু রায়ের উপর হামলা চালানোর সময় তৃণমূলের এক দুষ্কৃতী কাছ থেকে গুলি ছুটে জখম হয় একজন। তৃণমূল এলাকায় অশান্তি ও গন্ডগোল করার পরিবেশ তৈরি করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

রাত পোহালেই নন্দীগ্রামে বিধানসভা নির্বাচন, 'বহিরাগত' ইস্যুতে সরব তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দীগ্রাম, ৩১ মার্চ (হি.স) : রাত পোহালেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত নন্দীগ্রাম বিধানসভায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান ভোটগ্রহণ হবে। মঙ্গলবার শেষ হয়েছে ভোটের প্রচার পর্ব। আর বুধবার সকাল থেকে ভোট কর্মীরাও আসতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা ইতিমধ্যে তাদের দলীয় চিহ্ন সমেত কাগজের পতাকা ও ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন লাগিয়ে এক প্রান্ত থেকে ও অপরপ্রান্তে ঝুলিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। ভোটগ্রহণপর্ব শান্তিপূর্ণভাবে রাখার জন্য এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে রাজ্য পুলিশও। কিন্তু তার মধ্যেও নন্দীগ্রামের আবহাওয়া বেশ থমথমে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার চার জেলার ৩০ টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে।

রাত পোহালেই নন্দীগ্রামে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের ঠিক আগের দিন ফের সুর চড়ালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের 'বহিরাগত' ইস্যুতে সরব তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বহিরাগত গুন্ডারা ঢুকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে এব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট করতে কমিশনকে তৎপর হতে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

'বহিরাগত'রা নন্দীগ্রামে ঢুকছে। নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় হুমকি দিচ্ছে বহিরাগত গুন্ডারা। গোকুলনগর, বয়াল থেকে অভিযোগ এসেছে। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি। কমিশনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নন্দীগ্রামে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হোক। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে গোটা রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক চর্চিত কেন্দ্রটির নাম নন্দীগ্রাম। এই কেন্দ্র থেকেই এবার ভোটে লড়ছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে এই কেন্দ্রে বিজেপির বাজি ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারি। সংযুক্ত মোর্চার হয়ে নন্দীগ্রাম থেকে ভোটে লড়ছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

নন্দীগ্রামে অবাধ নির্বাচন করতে চেষ্টায় কোনও ত্রুটি নেই কমিশনেরও। জায়গায়-জায়গায় চলছে নাকা চেকিং, ভিডিওগ্রাফি, হেলিকপ্টারেও গোটা নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র-সহ পার্শবর্তী এলাকাতেও নজরদারি চালানো হচ্ছে। নন্দীগ্রামে ঢোকার মুখে চলছে নাকা চেকিং। ১৪৪ ধারা জারি করে বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে অবাধ ভোট করতে তৎপরতা তুঙ্গে কমিশনের। নন্দীগ্রামের সবকটি বুথকেই স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে, ভোটের দিন নন্দীগ্রাম বিধানসভার ৩৫৫টি বুথে ২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মেতায়েন থাকবে। ভোটের দিন শুধু নন্দীগ্রাম পাহারা দেবেন প্রায় ২ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। এছাড়াও থাকবেন রাজ্য পুলিশের কর্মীরাও। মাইক্রো অবজার্ভাররা নিয়মিত বুথে-বুথে নজরদারি চালাবেন। হাইভোল্টেজ এই কেন্দ্রে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনার লক্ষ্যে চেষ্টায় খামতি নেই কমিশনের।

এই আবহেও নন্দীগ্রামে ভোটের ঠিক আগের দিন সেখানকার আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে সরব তৃণমূল সুপ্রিমো। নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বহিরাগতরা ঢুকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনকে এব্যাপারে অভিযোগও জানিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মহাকাশে মিলল প্রাণের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কার্বন অণুর সন্ধান

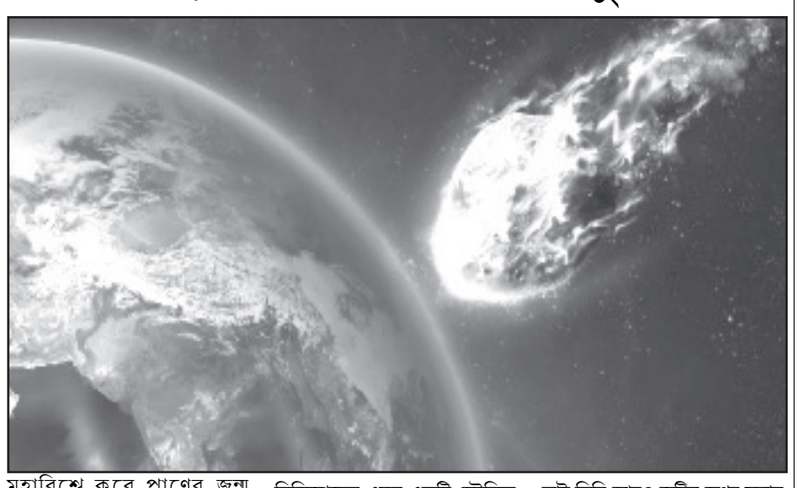

মহাবিশ্বে কবে প্রাণের জন্ম হয়েছিল? জটিল কার্বন বহনকারী অণুগুলি বিশ্লেষণ করলে সেই তথ্য পান বিজ্ঞানীরা। এই তথ্য বিজ্ঞানীদের গবেষণার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে। এই অণুগুলিকে বলে পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বা । কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে এটি ষড়ভুজ আকৃতির রিং তৈরি করে অবস্থান করে। কয়েক দশক ধরে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে এই অণুগুলি মহাশূন্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তবে এর আগে সরাসরি কোনওটিকেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

এর আগে কার্বনের সিঙ্গল রিং অণু দেখা গেছে। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা মহাকাশে প্রথম বার ঞ্ঝ্ছন্-এর সন্ধান পেয়েছেন। যা দেখে তাঁরা রীতিমতো উৎসাহিত। এই আবিষ্কার একটি বিজ্ঞান সম্পর্কিত পত্রিকাতে প্রকাশিতও হয়েছে। এই অণুগুলি পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারবেন যে কীভাবে মহাবিশ্বে প্রাণের পূর্বাবস্থা ছিল। কার্বন রাসায়নিক বিক্রিয়াদের এমন একটি মৌলিক অঙ্গ যা প্রাণের অণু বুঝতে সাহায্য করে। ১৯৮০-এর দশক থেকে আমাদের ছায়াপথ ও অনান্য অনেক জায়গা থেকে রহস্যময় ইনফ্রারেড জ্বলতে দেখেছেন। অনেকেই মনে করেন এই উজ্জ্বলতা থেকে আসে। তবে এর নির্দিষ্ট উৎস শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু তারপরও ইনফ্রারেড সংকেতগুলি অনুসন্ধান করেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এই সংকেতগুলির সিঙ্গল ভয়েস রেডিও তরঙ্গগুলিতে রূপান্তরিত করেন। এরপর দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সুরে বাজছে। এই দলটি পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় শক্তিশালী গ্রীন ব্যাংক টেলিস্কোপ টিএমসি -১ এর সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে। বৃষ রাশির কাছাকাছি পৃথিবী থেকে প্রায় ৪৩০ আলোকবর্ষ দূরে একটি কালো মেঘের উপর পর্যবেক্ষণ চালান তাঁরা। বিজ্ঞানী মাকগুইয়ার আগেই আবিষ্কার করেছিলেন যে মেঘে বেনজোনাইট্রাইল রয়েছে। এটি অণু দিয়ে গঠিত সিঙ্গল কার্বন রিং। তাই তিনি আরও জটিল অণুর সন্ধান শুরু করেন এবং এই জায়গাটিকেই বেছে নেন।

তাঁরটিম ১-এবং ২-সায়োনোফ্যাথ্যালিন, ১০টি কার্বন, ৮টি হাইড্রোজেন এবং ১টি নাইট্রোজেন পরমাণুযুক্ত দ্বি-বর্ণযুক্ত অণু সনাক্ত করেছে। বিজ্ঞানীরা যা আশা করেছিলেন এটি তার চেয়ে অনেক বেশি। মেঘের মধ্যে থিয়োরেটিক্যাল মডেলের চেয়ে ১ লক্ষ থেকে এক মিলিয়ন গুণ বেশি রয়েছে। দুটি উপায়ে এগুলি মহাশূন্যে তৈরি হয়। একটি মৃত নক্ষত্রের ছাই থেকে বা আন্তঃ কেন্দ্রীয় স্থানের সরাসরি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া থেকে। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন সরাসরি কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে এগুলি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাহলে ওতগুলি ঞ্ঝ্ছ অণু পাওয়া যেত না। এক্ষেত্রে নক্ষত্রের ছাই দিয়ে সহজেই এর ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ এই অণুগুলি মহাকাশে রয়েছে। আগে এটি বিজ্ঞানীদের কাছে অনুমান মাত্র ছিল। কিন্তু এই তথ্য পাওয়ার পরে তা গবেষণার ক্ষেত্রে আরও সহায়ক হবে বলে মনে করছে বিজ্ঞানীমহল।

৮১ বছর পরে বাঘের দেখা মিলল এই জঙ্গলে

ঔরাঙ্গাবাদ: দুর্লভ মুহুর্ত। ৮১ বছর পরে মহারাষ্ট্রের ঔরাঙ্গাবাদের গৌতালা আউট্রামঘাট অভয়ারণ্যে দেখা মিলল দক্ষিণরায়ের। এই খবরে স্বভাবতই খুশির হাওয়া পরিবেশবিদদের মধ্যে। এই অভয়ারণ্যে শেষবার বাঘ দেখা গিয়েছিল ১৯৪০ সালে। এরপর থেকে আর কখনও প্রকাশ্যে বা গভীর জঙ্গলেও বাঘের দেখা মেলেনি।

সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার বিজয় সতপাতে জানান ইয়াবমলের তিপেশ্বর অভয়ারণ্য থেকে এই বাঘটি গৌতালাতে এসেছে বলে করেছে বলে জানিয়েছেন ফরেস্ট অফিসার।

মহারাষ্ট্র স্টেট ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ড সদস্য যাদব তারতে পাটিল জানান, তেলেঙ্গানা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাঘটি গৌতালায় এসে পড়েছে বলে অনুমান। প্রায় দুই হাজার কিমি পথ পাড়ি দিয়েছে দক্ষিণরায়। গৌতালায় ৮১ বছর ধরে কোনও বাঘ না থাকলেও চিতার দেখা মেলে এখানে। বর্তমানে মোট ২৫টি চিতা রয়েছে এই অভয়ারণ্যে।

এদিকে, ২০২০ সালের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক জানায়, সুন্দরবনসহ সারা দেশে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। ২০০৬

অনুমান। দুই অভয়ারণ্যের দূরত্ব প্রায় ৩৩০ কিমি। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘ এটি। মার্চের ১১ ও ১২ তারিখে এটিকে দেখা যায়। এর শরীরের গঠন ও পিঠের ডোরা দেখে অনুমান করা যায়, এটি তিপেশ্বর অভয়ারণ্য থেকে এসেছে। সতপাতে জানান এতদূর বাঘটি কীভাবে এল, সে সম্পর্কে কোনও তথ্য মেলেনি। তবে শিকারের সন্ধানেই যে এতদূর পাড়ি দিয়েছে সে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সাতটি টিম এই বাঘের আচরণ ও ঘোরাফেরার ওপর নজর রাখছে। এই জঙ্গলে বেশ কয়েকবার সে বুনো শূকর শিকার সালে দেশে বাঘের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪১১টি,আর ২০১০ এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৭০৬। যথাক্রমে ২০১৪ তে ২ হাজার ২২৬ টি ও ২০১৮ সালে তা আরও বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৯৬৭ টিতে। প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর রিপোর্ট বের করে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রক। বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে চলে এই গণনা। সারা দেশের সঙ্গে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে সুন্দরবনেও । গত এক বছরে ৭৬ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৮টি বাঘ। এমনই তথ্য দেয় কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক।

ভিয়েতনামে লঞ্চ হবার আগে তথ্য ফাঁস পোকো এক্স ৩ প্রো ফোনের

হ্যানোই আগামী ২৬ তারিখ ভিয়েতনামে পোকো এক্স৩ প্রো বাজারে লঞ্চ হতে চলেছে। তবে তার আগে ভিয়েতনামের এক বিক্রেতার সাইটে পোকোর এই ফোনের দাম এবং বিশিষ্ট ফাঁস হয়ে যাবার ঘটনা সামনে এসেছে। পোকো এক৩ প্রো ফোনটির ভিয়েতনামের বাজারে দাম হতে পারে ভিএনডি ৭,৯৯০,০০০, যার ভারতীয় টাকার হিসেবে দাম প্রায় ২৫,২০০ টাকা। আগামী ২৬ তারিখ ভিয়েতনামের বাজারে আসতে চলেছে পোকো এক্স৩ প্রো। কিন্তু বাজারে আসার আগে ভিয়েতনামের এক খুচরো বিক্রিতার সাইটে এই ফোনের নানা বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। গচুভন৮৮৮৮ একটি অ্যাকাউন্ট থেকে বলা হয় ভিয়েতনামের একটি অনলাইন সাইট শপি.ভিএন থেকে পোকো এক্স৩ প্রো কিছু বৈশিষ্ঠ ও দাম ভুল করে প্রকাশ করে দেওয়া হয়।

অনলাইন বাজারেও এই ফোনের কিছু বিশিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। পোকোর তরফে আগামী লঞ্চে পোকো এক্স৩ প্রোর কথা উল্লেখ করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতের বাজারে আগামী কিছু মাসের মধ্যেও এই ফোন লঞ্চ হতে পারে বলে অনুমান। পোকো এক্স২ এর পরে উত্তরসূরি হিসেব পোকো এক্স৩ প্রো ফোন বাজারে মিলতে পারে।

টিপস্টার এই পোকো এক্স৩ প্রো ফোনের দামের তালিকা উল্লেখ করেছে শপি.ভিএন এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। টিপস্টার দেওয়া দামের তথ্য অনুযায়ী ভিয়েতনাম বাজারে পোকো এক্স৩ প্রো ৮জিবি্২৫৬ জিবি স্টোরেজের জন্য দাম ভিএনডি ৭,৯৯০,০০০ যা ভারতীয় দামের হিসেবে ২৫,২০০ টাকা। পাশাপাশি ৬জিবি্১২৮জিবি স্টোরেজের মডেলের জন্য দাম রয়েছে৩০০ ও ৩২২ যার ভারতীয় টাকার হিসেবে দাম ২১,৭০০ টাকা ও ২৩,৩০০ টাকা। তিনটি রঙে এই পোকো এক্স৩ প্রো পাওয়া যাবে ভিয়েতনামের বাজারে।

পোকো এক্স৩ প্রো ফোনে থাকতে পারে ৬.৬৭ ইঞ্চি ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে সঙ্গে ১২০ হার্জ রিফ্রেস রেট এবং গোরিলা গ্লাস ৬ সুরক্ষা। এছাড়াও ফোনে থাকবে অক্টা কোর প্রসেসর কুয়ালকম স্ন্যাপড্রগন ৮৬০ এসওসি। পোকো এক্স৩ প্রো ফোনে ম ও স্টোরেজের জন্য থাকছে ৬জিবি ও ৮জিবি র‍্যাম ও ১২৮জিবি স্টোরেজের সঙ্গে ২৫৬জিবি ইউএফএস ৩.১ স্টোরেজের ব্যবস্থা। এর পাশাপাশি এই ফোনে থাকবে ১ টিবির সমর্থন যোগ্য একটি মাইক্রো এসডি কার্ডের ব্যবস্থা। ক্যামেরার জন্য পোকো এক্স৩ প্রো তে থাকবে কোয়াড রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। অনলাইনে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী যার মধ্যে থাকবে ৪৮ মেগাপিক্সেল প্রাইমারি সেন্সার, ৮মেগাপিক্সেল আল্ট্রা অয়াইড অ্যাঙ্গেল সুটার, এবং দুটো ২মেগাপিক্সেল সেন্সার। এছাড়াও সেলফি জন্য থাকবে ২০মেগাপিক্সেল ফন্ট ক্যামেরা। ৩৩ ওয়াট সমর্থন করার জন্য পোকো এই ফোনে থাকবে ৫,১৬০ মেগাহার্জের মতো অধিক পাওয়েরের ব্যাটারির ব্যবস্থা।

এক সঙ্গে চারটি আলাদা ডিভাইসে ব্যবহার করা যাবে

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রাহকদের সুবিধার জন্য আনতে চলেছে এক নতুন ফিচার। হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা এই নতুন ফিচারের ফলে একই সময় ৪ টে ডিভাইসে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব ব্যবহার করতে পারবে। এর পাশাপাশি ফোনের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকলেও কোনও সমস্যা পেতে হবে না গ্রাহকদের হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব ব্যবহারে।

সম্প্রতি এক নতুন ফিচার চালু করার পথে হাটছে হোয়াটসঅ্যাপ। আগামী কিছু সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ পেতে চলেছে এই নতুন ফিচার। এই নতুন ফিচারের ফলে একজন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী দরকারে চারটি ভিন্ন ডিভাইসে চালু করতে পারে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব। হোয়াটসঅ্যাপ এর নতুন মাল্টি ভিভাইস ফিচার তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও কোম্পনি চালু করেনি এখনও। এই ফিচার হোয়াটসঅ্যাপ- এর তরফে শীঘ্রয় প্রকাশ করা হবে, কারণ তারা নতুন করে চালু করতে চলেছে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব বিটা।

ডাব্লুএবিটাইনফো দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হোয়াটসঅ্যাপ এর নতুন ফিচার অনুযায়ী গ্রাহক মুল ফোনে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকলেও ৪ টি আলাদা ডিভাইসে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব ব্যবহার করতে পারবে।

হোয়াটসঅ্যাপ এর এই নতুন মাল্টি ডিভাইস ফিচার গ্রাহক ব্যবহার করতে পারে বিটা পোগ্রামের ক্ষেত্রেও। তবে সেই ক্ষেত্রে বিটা থেকে কথা বলার জন্য বা বার্তা পাঠাবার জন্য প্রেরকেও হোয়াটসঅ্যাপ এর শেষতম সংস্করনটি ব্যবহার করতে হবে।

হোয়াটসঅ্যাপ এর তরফে বিটার শেষতম সংস্করণটি প্রকাশ করা হলেও কিছু নিশ্চিয়তার জন্য তা কিছুদিন বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে এই নতুন ফিচার হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেঞ্জার এবং হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস অ্যাপেও সাপোর্ট করবে।

হোয়াটসঅ্যাপ তাদের বিটা ব্যবহারকারী গ্রাহকদের জন্য একাধিক ফিচারের কথা উল্লেখ করেছে। তারা জানিয়েছে আসন্ন ফিচারে লিঙ্ক ডিভাইস গুলি থেকে মেসেজ মুছে ফেলতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে সমস্ত মেসেজ মুছে ফেলার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেনি। পাশাপাশি যারা হোয়াটসঅ্যাপ শেষ সংস্করনটি ব্যবহার করবে না তারা বিটা থেকে কল বা মেসেজ পাঠতে সক্ষম হবে না। এছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ বিটা ব্যবহার না করলে পোর্টালের ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে না গ্রাহক।

ভারতে আসতে চলেছে ক্রোমার ফায়ার স্মার্ট টিভি

ভারতেরবাজারে লঞ্চ হতে চলেছে ক্রোমা ফায়ার টিভি। ভারতে এই টিভির দাম রাখা হবে ১৭,৯৯৯ টাকা। ক্রোমার এই টিভিটি অনলাইন এবং অফলাইন দুটি মাধ্যম থেকেই কিনতে পারবেন ক্রেতারা। এই টিলিভিশনে স্মার্ট কানেকটিভিটি ব্যবহার করা যাবে, যার দ্বারা গ্রাহক দেখতে পাবে সমস্ত স্ট্রিমিং সার্ভিস। এরই পাশাপাশি এই টিভিতে ব্যবহার করা যাবে বিশেষ কিছু অ্যাপ ও গেমস। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই টিভি মন কাড়বে ক্রেতাদের, আশাবাদী সংস্থাটি। ৩২ ইঞ্চি থেকে ৫৫ ইঞ্চির বিভিন্ন মাপে ক্রোমা ফায়ার টিভিটি পাবে গ্রাহকরা। ক্রোমার ফায়ার ইভিতে এইচডি ও আল্ট্রা এইচডি ছবি পর্দায় উপভোগ করতে পারবে ব্যবহারকারী দর্শক। নতুন ক্রোমার ফায়ার স্মার্ট এলিডি টিভিটি ভারতে বিভিন্ন আকার অনুযায়ী দাম ঠিক করা হয়েছে। ৩২ ইঞ্চির টিভিটির দাম রাখা হয়েছে ১৭,৯৯৯ টাকা। আবার ৪৩ ইঞ্চি ফুল এইচডি টিভিটার দাম রাখা হয়েছে ২৯,৯৯৯ টাকা। অন্যদিকে ৪৩ ইঞ্চির আল্ট্রা এইচডি টিভির দাম ৩৪,৯৯৯ টাকা, ৫০ ইঞ্চি আল্ট্রা এইচডির দাম ৩৯,৯৯৯ টাকা ও ৫৫ ইঞ্চি আল্ট্রা এইচডি টিভির দাম রয়েছে ৪৬,৪৯৯ টাকা। উল্লেখযগ্য বিষয় অনলাইন বা অফলাইনে মানুযের পছন্দের কথা না জেনেয় টিভির দাম ঠিক করেছে কোম্পানি। ক্রোমার এই টিভিটি অনলাইন ও অফলাইন দুই মাধ্যমে পাওয়া যাবে। অ্যামাজন এবং ক্রোমার অনলাইন স্টোরে মিলবে এই টিভি। পাশাপাশি শহরের ৬০ টি জায়গায় বিভিন্ন দোকানে ক্রোমার এই টিভিটি পাওয়া যাবে। অন্যান্য লঞ্চ করা টিভির তুলনায় এই টিভির দামটি বেশি হলেও অনলাইন এবং অফলাইনে এর দাম অবিচ্ছেদ্য। এর কারন হিসেবে অনেকে বলেছেন এই ক্রোমার টিভিটির ক্ষেত্রে একটি সঠিক দাম নির্ধারন করার দরকার। এই টিভিতে রয়েছে স্মার্ট টিভি কানেকশনের জন্য ওএস সফওয়্যার।

দ্রুত গতিতে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে গ্রহাণু, ধাক্কার সম্ভাবনা কতখানি?

ওয়াশিংটন: এই বছর পৃথিবীর পাশ দিয়ে যে বৃহত্তম গ্রহাণুটি যাবে সেটি রবিবার সবচেয়ে কাছে আসতে চলেছে। এর ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহাণুটিকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার একটি দুর্মূল্য সুযোগ পেতে চলেছেন। তবে এর সঙ্গে পৃথিবীর ধাক্কা লাগার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে নাসা।

এই গ্রহাণুর নাম ২০০১ চঞ্জ৩২। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, এটি যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে অবস্থান করবে তখন এর দূরত্ব থাকবে ২ মিলিয়ন কিলোমিটার (১.২৫ মিলিয়ন মাইল)। এটি চাঁদ থেকে পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় ৫.২৫ গুণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২০০১ চঞ্জ৩২ গ্রহাণুকে 'সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ গ্রহাণু' হিসাবে অভিহিত করার কিছু কারণ থেকেই যাচ্ছে। সেন্টার ফর নিকট আর্থ অবজেক্ট স্টাডিজের পরিচালক পল চোদাস বলেছেন, "আমরা জানি সূর্যের চারপাশে ২০০১ চঞ্জ৩২ গ্রহাণুর কক্ষপথ খুব সঠিক।" নাসা জানিয়েছে যে ২০০১ চঞ্জ৩২-এর গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার কিলোমিটার বা ৭৭ হাজার মাইল। এই গতিবেগ থাকলে বেশিরভাগ গ্রহাণুর সঙ্গেই পৃথিবীর সংঘর্ষ হয়।

জানা গিয়েছে এই গ্রহাণুটির ব্যাস প্রায় ৯০০ মিটার বা ৩ হাজার ফুট। ২০ বছর আগে এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান, রবিবার এটি পৃথিবীর কাছে আসার ফলে গ্রহাণুটির আকার এবং এর গঠন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা তৈরি করা সম্ভব হবে। নাসা জানিয়েছে এই গ্রহাণুর ভূ-পৃষ্ঠে যখন সূর্যের আলো পড়বে তখন শিলার খনিজগুলি কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষণ করবে। এছাড়া কিছুটা প্রতিফলিতও হবে। সেখান থেকেই গ্রহাণু সম্পর্কে তথ্য পাবেন বিজ্ঞানীরা। গ্রহাণুর মধ্যে কী খনিজ সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা এই আলোর প্রতিফলন থেকে জানতে পারবেন।

ফ্রান্সের বৃহত্তম মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র প্যারিস অবজারভেটরি অনুযায়ী রবিবার প্রায় ১৬০০ জিএমটি (গ্রিনিচ মিন টাইম)-তে গ্রহাণুটি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে থাকবে। বিজ্ঞানী চোদাস আরও বলেন, গ্রহাণুটি দক্ষিণ দিকের আকাশে থাকার সময় এটিকে উজ্জ্বল দেখাবে। দক্ষিণ গোলার্ধে এবং নিম্ন উত্তর অক্ষাংশের অ্যামেচার জ্যোতির্বিদরা এই গ্রহাণুটি মাঝারি আকারের দূরবীন দিয়ে দেখতে পাবেন। তবে রাতের আকাশে একে খুঁজে পেতে তাদের স্টার চার্টের প্রয়োজন হবে। নাসার তরফে জানানো হয়েছে, ২০০১ চঞ্জ৩২ গ্রহাণুটি এর পরের বার ২০৫২ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে।

গ্রাহকদের মনরঞ্জনের জন্য ১০টি ফ্রি গেম আনছে সনি

সনি তার গ্রাহকদের জন্য বিনা মূল্যে ১০ টি গেম চালু করতে চলেছে। সনি প্লে স্টেশন ৪ এবং প্লে স্টেশন ভিআর গেমস নিয়ে আসছে ফ্রি ১০ টা গেম। আগামী ২৫ মার্চ থেকে ডাউনলোড করতে পারবে সনি ব্যবহারকারীরা।

সনি গত বছর এপ্রিলের শেষে মানুষের মনরঞ্জনের জন্য বাড়িতে গেম খেলার ব্যবস্থা চালু করেছিলো। সনি লকডাউনের সময় মানুষকে আনন্দ দিতে এই গেম চালু করেছিলো। তবে নতুন আপডেট হিসেবে সনি ভারতে গেমের ক্ষেত্রে আবজু, এন্টার দ্যা গাঙ্গেওন, সাবনাওটিকা, দ্যা উইটনেসর মতো ১০ টি গেম যুক্ত করেছে। এই প্লেস্টেশন প্লাসে যুক্ত করা ফ্রি গেমগুলির থেকে আলাদা। সনির এই গেম প্রিয় মানুষরা র‍্যাটচেট ও ক্ল্যাংকের পিএস৪ ফ্রি গেমগুলি পাবে ৩১ মার্চ অবদি। আবার হরিজন জিরো ড্র ফ্রি গেমটি পাবে এপ্রিল মাস থেকে।

প্লেস্টেশন ৪ এবং প্লেস্টেশন ভিআর গ্রাহকরা ২৫ মার্চ রাত ৮ টা থেকে এই ফ্রি ১০ টি গেম উপভোগ করতে পারবে। এই ফ্রি গেমের পরিষেবা পাবে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত। প্লেস্টেশন এবং সনি ইন্ডি পার্টনার যৌথ ভাবে এই ফ্রি গেমগুলির গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেবার কাজ করছে। সনি ফানিমেশন অ্যানিমি ফোকাসড সাবস্ক্রিপশনের ক্ষেত্রে

সময় বাড়িয়েছে যা চালু হবে ২৫ মার্চ থেকে। সনির ১০ ফ্রি গেমগুলি হচ্ছে আবজু, এন্টার দ্যা গাঙ্গেওন, রেজ ইনফিনিটি যা পিএস ভি আর সাপোর্টেড, সাবনাওটিকা, দ্যা উইটনেস, অ্যাসট্রো বোট রেসকিউ মিশন যা পিএস ভিআর সাপোর্টেড, মস, থামপার, পেপার বেস্ট। গ্রাহকরা হরিজন জিরো ড্র গেমটি এপ্রিল ১৯ রাত ৮ টা থেকে মে ১৪ তারিখ রাত ৮ টা পর্যন্ত ফ্রি খেলতে পারবে।

অনুব্রতর হুমকির জেরে প্রাণসংশয়ের আশঙ্কায় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য

বোলপুর, ৩১ মার্চ (হি. স.) : নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। হুমকির পরে সেই ঘটনার জেরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা"। বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের সম্পর্ক কোনও দিনই সুমধুর নয়। গত বছর বসন্ত উৎসবের আগে থেকেই শুরু হয় সম্পর্কে অবনতি। তা চরম আকার নেয় পৌষমেলার মাঠ ঘেরাকে কেন্দ্র করে। ফলে একাধিকবার উপাচার্যকে বেনজিরভাবে আক্রমণ করেছেন অনুব্রত।

ভোট মরসুমে অনুব্রত মণ্ডল চরম হুঁশিয়ারি তে পৌঁছয়। গত ২৩ শে মার্চ বোলপুর গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে বসন্ত উৎসব ও পৌষমেলা বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে একটি গণ কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ও বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন অনুব্রত মণ্ডল। এমনকি বিজেপির প্রার্থী কে উপাচার্যের লোক বলেও প্রচার করেন তিনি। অনুব্রত বলেন, "বিশ্বভারতীতে এমন একটা উপাচার্য এসেছে যে ভয়ংকর পাগল লোক। এই রকম পাগল লোক দেখা যায় না। এত বাজে উপাচার্য আমরা আগে কখনও দেখিনি। এরপরই উপাচার্যকে উদ্দেশ্যে করে হুমকির সুরে বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বলেছিলেন, "নির্বাচন মিটে গেলে যে শিক্ষা আমরা দেব, তুমি সারাজীবন তা মনে রাখবে।" "জানা গিয়েছে, অনুব্রত এই হুমকির পরদিনই অর্থাৎ ২৪ মার্চ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্য কে লিখিত চিঠি পাঠান বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। আচার্য তথা নরেন্দ্র মোদী কে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে উপাচার্য লিখেছেন, তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল লাগাতার তাঁকে হুমকি দিচ্ছেন। সেই কারণেই নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার আবেদন করেন তিনি। যদিও এ বিষয়ে এখনও কেন্দ্রের তরফে কিছু জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাজ্যের তরফে নিরাপত্তা পান বিদ্যুৎবাবু। একজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকেন। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

উত্তর প্রদেশে বিষমদ খেয়ে মৃত ৩, তদন্ত শুরু পুলিশের

প্রতাপগড়, ৩১ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় জেলায় বিষাক্ত মদ খেয়ে প্রাণ হারালেন ৩ জন। প্রতাপগড় জেলার উদয়পুর অন্তর্গত কাটারিয়া গ্রামের ঘটনা। মৃতদের বয়স ৩৫ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) দীনেশ দ্বিবেদী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে বিষাক্ত মদ খেয়েছিলেন কাটারিয়া গ্রামের বাসিন্দা মোট ৪ জন, মদ খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন দিলীপ কোরি (৪৮), তাঁর ভাই প্রদীপ কোরি (৩৫), মামা সিদ্ধনাথ (৬৫) এবং ধর্মেন্দ্র (৪৫) নামে একজন। এএসপি জানিয়েছেন, রাতে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ধর্মেন্দ্র ছাড়া বাকি ৩ জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ধর্মেন্দ্র এই মুহূর্তে আমেঠির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার অপেক্ষায় পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

করোনা-আক্রান্ত দেবেগৌড়া, স্ত্রীর শরীরেও কোভিড সংক্রমণ

বেঙ্গালুরু, ৩১ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা জনতা দল (সেক্যুলার) নেতা এইচ ডি দেবেগৌড়া। মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন এইচ ডি দেবেগৌড়ার স্ত্রী চেন্নাম্মাও। করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন দেবেগৌড়া ও তাঁর স্ত্রী। বুধবার দেবেগৌড়া নিজেই করোনা-আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি টুইট করে জানিয়েছেন। ৮৭ বছর বয়সী দেবেগৌড়া টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমার স্ত্রী চেন্নাম্মা ও আমি করোনা-আক্রান্ত হয়েছি। আমরা পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে সেলফ-আইসোলেশনে রয়েছি।' টুইটারে দেবেগৌড়া অনুরোধ করেছেন, 'সম্প্রতি আমাদের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও নিজেদের করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। দলীয় কর্মীদের অনুরোধ করছি ভয় পাবেন না।'

ওদলাবাড়িতে নির্বাচনি প্রচারে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল

ওদলাবাড়ি, ৩১ মার্চ (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়িতে মাল বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী মহেশ বাগের সমর্থনে নির্বাচনি প্রচার সারলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। বুধবার সকালে তিনি ওদলাবাড়িতে একটি পদযাত্রা করেন। শিলিগুড়ি থেকে গজলডোবা হয়ে প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওদলাবাড়িতে এসে পৌঁছোন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান বিজেপি'র জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী, সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, মাল বিধানসভা আসনের প্রার্থী মহেশ বাগে প্রমুখ। এরপর ওদলাবাড়ি-ক্রান্তি পূর্ত সড়কে তিনি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটি পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ওদলাবাড়ি বাজারের বিভিন্ন দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এবার পশ্চিমবঙ্গে আমাদের আসন ২০০ পেরিয়ে যাবে। এছাড়া গত লোকসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের আশীর্বাদে বিজেপি উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করেছে। তাই এবারও চা বাগান অধ্যুষিত ডুয়ার্স সহ গোটা উত্তরবঙ্গের প্রতিটি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।'

কোচবিহারে তিনটি জনসভা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কোচবিহার, ৩১ মার্চ (হি. স.) : উত্তরবঙ্গে বুধবার পর পর তিনটি সভা করলেন তৃণমূল যুব'র সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ কোচবিহার জেলার সিতাইয়ের গোসানীমারী ফুটবল মাঠে জনসভায় যোগ দেন অভিষেক। এরপর সাড়ে ১১টা নাগাদ সভা হয় আলিপুরদুয়ারের মাদারীহাটে ডিমডিমায়। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিকের সমর্থনে জনসভা করলেন দলের রাজ্য যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কোচবিহার জেলায় দুটি জনসভা করেন তিনি। প্রথমে সিতাইয়ে সভা করেন মাদারিহাটে যান। সেখান থেকে ফের কোচবিহারে এসে রাসমেলা মাঠে জনসভা করেন। এদিন কোচবিহারের সভামঞ্চ থেকে অভিষেককে 'রনংদেহি' মূর্তিতে দেখা যায়। তিনি বলেন, 'বিজেপি টাকা দিলে নিয়ে নিন, প্রয়োজনে দরদাম করে বেশি নিন। ভোট দিতে যাওয়ার সময় হিসেব উলটে দেবেন।' বিজেপিকে তুলোধোনা করতেও ছাড়েনি অভিষেক। তিনি বলেন, 'খেলতে চাইলে আসুন, ১০-০ গোলে মাঠের বাইরে না করতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।' এদিন আয়ুষ্মান ভারত প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'কেন্দ্র সরকার যে এত বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে, তাহলে আসল কাহিনী শুনুন। রাজ্যের মাত্র ১০ু মানুষকে কেন্দ্রের এই প্রকল্প। অর্থাৎ গণিতের হিসেবে গেলে ১ কোটি মানুষকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করতে চেয়েছিল বিজেপির সরকার। কিন্তু মমতা তা মেনে নেননি। কারণ ১০ কোটি মানুষের জনসংখ্যায়, ১ কোটি মানুষকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা অযাচিত।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

উত্তর দিল্লিতে ফুটপাথে উঠে পড়ল ট্রাক, মৃত্যু দু''জন বাইক আরোহীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে মোটরবাইকে ধাক্কা মারার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ল একটি ট্রাক। উত্তর দিল্লির কাশ্মীরি গেট এলাকার ঘটনা। ট্রাকের ধাক্কা মৃত্যু হয়েছে দু''জন মোটর বাইক আরোহীর এবং দু''জন আহত হয়েছেন। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নিগামবোধ ঘাটের কাছে। মৃত বাইক আরোহীদের মধ্যে একজনের নাম হেহরাম খান। তাঁর বাড়ি দিল্লির মতিয়া মহল এলাকায়। আহত দু''জন হাসপাতালে ভর্তি, তাঁদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার সকালে নিগামবোধ ঘাটের কাছে, উত্তর দিল্লির কাশ্মীরি গেট এলাকায় মোটরবাইকে ধাক্কা মারার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাথে উঠে যায় একটি ট্রাক। শাস্ত্রী পার্কের দিক থেকে আসছিল ট্রাকটি, ফুটপাথে ওঠার আগে মোটরবাইকে ধাক্কা মারে ট্রাকটি, সেই সময় ফুটপাথে বেশকয়েকজন ঘুমিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার পর ঘাতক ট্রাকের চালক আতিক আহমেদ, নেহেরু বিহার এলাকার বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চালকের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

দিল্লির সফদরজং হাসপাতালের আইসিইউ-তে আগুন, সুরক্ষিত সমস্ত রোগী

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): আগুন লাগল দিল্লির সফদরজং হাসপাতালের আইসিইউ ওয়ার্ডে। বুধবার সকালে সফদরজং হাসপাতালের আইসিইউ ওয়ার্ডে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের সময় আইসিইউ ওয়ার্ডে প্রায় ৫০ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন, তৎক্ষণাৎ সমস্ত রোগীকে উদ্ধার করে অন্য ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। পরে দমকল কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেন। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার সকাল ৬.৩০-৬.৩৫ মিনিটের মধ্যে সফদরজং হাসপাতালের আইসিইউ ওয়ার্ডে আগুন লাগে। প্রায় ৫০ জন রোগীকে উদ্ধার করে নিরাপদ ওয়ার্ডে নিয়েযাওয়া হয়। দমকলের ৯টিইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুনের সূত্রপাত শর্টসার্কিটের কারণেই বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতে সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখীই ৩৫৪ বেড়ে করোনায় মৃত্যু ১৬২,৪৬৮ জনের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার বেড়েই চলেছে। যদিও, সোমবার এবং মঙ্গলবার পরপর দু''দিন সারাদিনে ৬০-হাজারের নীচেই থাকল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩,৪৮০ জন। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫৪। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৫.৫২-লক্ষের (৪.৫৫) গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতাও স্বস্তি দিচ্ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪১,২৮০ জন করোনা-রোগী। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৪,৩৪,৩০১ জন করোনা-রোগী (৯৪.১১ শতাংশ)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৫৩,৪৮০ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২১,৪৯,৩৩৫-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৫৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬২,৪৬৮ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৬৬ জন (৪.৫৫ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ১১,৮৯৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৫৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৯,৪০,৯৯৯ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভোটদাতাদের উদ্দেশে চিঠি লিখে মনোনয়ন জমা দিতে গেলেন রাজ

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : বুধবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে চিঠি লিখে টুইট করলেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা চলচ্চিত্র পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। মূলত ভোটারদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছেন তিনি। রাজ লিখেছেন, '' আমি রাজ চক্রবর্তী, ১০৮ ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী। আমি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় দিদির কাছে কৃতজ্ঞ আমার ওপর আস্থা রাখার জন্য এবং আমায় মানুষের কাজ করার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। আজ আমি আমার মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাচ্ছি, সকাল ১১টায়। আমি যদি আপনাদের দ্বারা নির্বাচিত হই, এই বিশেষ দিনে আমি রাজ চক্রবর্তী, কথা দিচ্ছি মানুষের জন্য কাজ করবো, মানুষের পাশে থাকবো এবং দিদির দেওয়া প্রত্যেকটি দায়িত্ব সততা এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করবো।" রাজ্যে বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা। এবার প্রার্থী তালিকাতে দেখা গেছে নতুন চমক। টলিপাড়ার বহু তারকারা যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে। এবার ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রে শাসক দলের টিকিটে দাঁড়িয়েছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। তবে দোলের দিন নিজের কেন্দ্রে বেশ জমিয়েই জনতার সঙ্গে রং খেলেছেন রাজ। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে সেজে সবুজ রঙে রঙিন হলেন তিনি। এখানেই থেমে থাকেননি। ঢাক, ঢোল, নাচ-গান কী নেই সেখানে। রাজকে দেখা গিয়েছে ঢোল বাজাতে। সকলের সঙ্গেই 'খেলা হবে' গানের তালে মেতে উঠেছেন তিনি।

বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দীনেশ বাজাজ

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি.স) : এবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি)যোগ দিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দীনেশ বাজাজ। বুধবার দুপুরে কলকাতার হেস্টিংসের দফতরে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে পদ্ম প্রতীকের গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

চলতি মাসের ৫ মার্চ তিনি তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। মঙ্গলবার রাতেই দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা, পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁর। সেখানেই দীনেশের বিজেপিতে যোগদান চূড়ান্ত হয়। রাতেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তাঁকে ফোন করে কলকাতার দফতরে এসে দলের যোগদানের প্রস্তাব দেন। ফোনেই দিলীপকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মতি দেন দীনেশ।

প্রসঙ্গত, দীনেশের পিতা সত্যনারায়ণ বাজাজ ২০০১ সালে তৃণমূলের টিকিটে জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হন। পাঁচ বছর পর ২০০৬ সালে ওই আসনেই দীনেশকে টিকিট দেন মমতা। ভোটে জিতে বিধায়ক হলেও ২০১১ সালে তাঁকে আর প্রার্থী করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তাতেও অবশ্য দীনেশ বিদ্রোহী হয়ে দল ছাড়েননি। ২০২০ সালের রাজ্যসভা ভোটে দীনেশকে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে তৃণমূল তাঁকে নিজেদের অতিরিক্ত ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সূত্রের খবর, তৃণমূল নেতৃত্বের কথাতেই নাকি ওই সময় প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ মুহুর্তে তাঁর মনোনয়ন বাতিল হয়ে যায়।

বিজেপিতে যোগদানের পর দীনেশ বলেন, "আমরা ২০ বছর ধরে তৃণমূল করেছি। তখন দলটা দিদি চালাতেন। আর এখন দিদিকে অন্য কেউ চালায়। তাই তৃণমূল যে ভাবে চলছিল তাতে আর আমার পক্ষে দল করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই দল আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। বিজেপিতে গিয়ে নতুন করে সবকিছু শুরু করব।" আর তৃণমূলের দাবি, টিকিট না পেয়েই দল ছেড়েছিলেন। আর দলে দীনেশের কোনও গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তাই উনি বিজেপিতে গেলে দলের কোনও ক্ষতি হবে না।

ভোটের দিন নন্দীগ্রামে জারি হতে পারে ১৪৪ ধারা, ৩৫৫ বুথে থাকছে ২২ কোম্পানি বহিনী

নন্দীগ্রাম, ৩১ মার্চ (হি.স) : আগামীকাল বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হবে 'হট সিট' নন্দীগ্রামে। আর সেই আসনের 'উত্তপ্ত' পরিস্থিতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের চিন্তা বেড়েছে বলে সূত্রের দাবি। সেই কারণে পরিস্থিতি সামাল দিতে কিছু কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভেবেছেন কর্তারা। কমিশন সূত্রের দাবি, বৃহস্পতিবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে বাড়তি নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অশান্তির আশঙ্কা তৈরি হলে প্রয়োজনে গোটা নন্দীগ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করে ভোট করানোর ভাবনাও রয়েছে কমিশনের।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বুথের সংখ্যা ৩৫৫টি। এই কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য ২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বা প্রায় ১৬০০ জন জওয়ানকে মোতায়েন করার পরিকল্পনা করেছে কমিশন। এ ছাড়াও থাকবে রাজ্য পুলিশ। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত ওই কেন্দ্রের জন্য ২১ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা ছিল। এই কেন্দ্রের উপর বাড়তি নজর রাখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বিশেষ সেল তৈরি করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ভোটের দিন সকাল থেকেই এই সেলের অফিসারেরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখবেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানাচ্ছে, নন্দীগ্রামের ৭৫ু বুথে প্রায় ২৬৭টি বুথে ক্যামেরা থাকবে। বিভিন্ন দিক থেকে ভিডিয়ো ফুটেজ কমিশনের কন্টোল রুমে সম্প্রচারিত হবে। কমিশন সূত্রে খবর, কোন বুথ কতটা সংবেদনশীল, তার উপরেই এই পদ্ধতি নির্ভর করে। সেই ওয়েবকাস্টিং বা ক্যামেরায় দেখতে পারবেন সেক্টর, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং সিইও দফতরের অফিসারেরা। কর্তাদের একাংশ জানাচ্ছেন, এই ওয়েবকাস্টিংয়ের ছবি রেকর্ড করে রাখা যাবে। এ ছাড়াও থাকবে সাধারণ ভিডিয়োগ্রাফির ব্যবস্থা। বুধবার সকাল ছ'টা থেকে ২ এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত নেটওয়ার্ক ঠিক রাখতে বলা হয়েছে টেলিফোন সংস্থাগুলিকেও। সিইও দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে একজন করে মাইক্রো-অবজারভার রাখা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় থাকবে ফ্লাইং স্কোয়াডও। ভোটের সময় আচমকা গোলমাল রুখতে ২২টি কুইক রেসপন্স টিমও প্রস্তুত থাকবে।

দ্বিতীয় দফায় যে চার জেলায় ভোট, সেই সব জেলার জেলাশাসক ও এসপি-র সঙ্গে মঙ্গলবারই বৈঠক সারেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি নীরজনয়ন পাণ্ডে। নন্দীগ্রাম কেন্দ্রটিতে বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। ভোট-কর্তারা জানিয়েছেন, সাধারণত বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা যায়। দরকারে তেমন কোনও গোলমালের সম্ভাবনা তৈরি হলে বুথ এলাকার বাইরেও ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হতে পারে। তবে এই সিদ্ধান্ত নেবেন ওই কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার। এক কর্তার বক্তব্য, ''রিটার্নিং অফিসারকে ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে। তিনি মনে করলে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতেই পারেন।''

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফার ভোট যেখানে রয়েছে, সেই জেলা প্রশাসনগুলির সঙ্গে সোমবারই আলাদা করে ভিডিয়ো-বৈঠক করেছিলেন সিইও আরিজ আফতাব। তাতে কোভিড, আইনশৃঙ্খলা-সহ বাকি প্রস্তুতির চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওই বৈঠকেও নন্দীগ্রাম কেন্দ্র নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়েছিল বলে খবর।

রাত পোহালেই দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের চার জেলার ৩০ আসনে ভোট, জেলায়-জেলায় প্রস্তুতি তুঙ্গে

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি.স) : রাত পোহালেই বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হবে। দ্বিতীয় দফায় চার জেলার ৩০ আসনে হবে ভোটগ্রহণ। এর মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় রয়েছে ৯টি বিধানসভা কেন্দ্র। বাঁকুড়ার ৮টি কেন্দ্রে কাল বিধানসভা ভোট। এরই পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরের ৯টি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৪টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ পর্ব চলবে। জেলায়-জেলায় ভোট প্রস্তুতি তুঙ্গে। ইভিএম নিয়ে বুথে-বুথে ভোটকর্মীরা। দ্বিতীয় দফার ভোটেও কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে তৎপর নির্বাচন কমিশন। বুথে-বুথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন রাখা হচ্ছে। হিংসা এড়িয়ে সুষ্ঠু ভোট পরিচালনায় এবার কার্যত ফ্রি-হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম, তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, চণ্ডীপুরে হবে ভোটগ্রহণ। জেলায় দ্বিতীয় দফার ভোট প্রস্তুতি তুঙ্গে। বুধবার সকাল থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলি থেকে ভোটকর্মীদের ইভিএম-সহ যাবতীয় সরঞ্জাম বিলির কাজ শুরু হয়েছে। ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে নির্ধারিত কেন্দ্রে পৌঁছে যাচ্ছেন ভোটকর্মীরা। করোনার সংক্রমণ এড়াতে আজ প্রতিটি বুথে স্যানিটাইজেশনের কাজ চলছে।

এরই পাশাপাশি আগামীকাল বাঁকুড়ার আটটি কেন্দ্রে হবে ভোটগ্রহণ। বাঁকুড়ার তালডাংরা, বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখীতে নির্বাচনে ভোট গ্রহণ পর্ব হবে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে জেলার ১২টি কেন্দ্রেই এগিয়ে বিজেপি। বুধবার সকাল থেকেই ভোটের সামগ্রী বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে যান ভোটকর্মীরা। ইভিএম, ভিভিপ্যাট-সহ অন্যান্য ভোটের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন তাঁরা। সার্বিকভাবে নির্বাচনের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট ভোটকর্মীদের একটি বড় অংশ। পশ্চিম মেদিনীপুরের ন'টি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। আগামিকাল জেলার খড়গপুর সদর, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, কেশপুরে ভোটগ্রহণ হবে। সেই জেলাতেও বুধবার সকাল থেকে একই পরিস্থিতি। ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে বুথমুখী ভোটকর্মীরা। একইদিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও হবে ভোটগ্রহণ।

এই জেলায় এবার তিন দফায় হবে নির্বাচন। আগামীকাল গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলবে। সব মিলিয়ে ভোটের আগে সেজে উঠেছে নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলো।

সবংয়ে অগ্নিপরীক্ষা মানসের, কোনও খামতি রাখছেন না পোড়খাওয়া এই নেতা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি.স.): পরম বন্ধুও মানস ভুঁইয়াকে মাথা ঠান্ডার লোক বলে প্রশংসা করতে পারবেন না। আবার পরম শত্রুও স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন না রাজনৈতিক সাফল্যের নিরিখে মানসবাবু সত্যিই উৎকর্ষ নেতা। এবার তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী। প্রচারে বেরিয়ে মাত্র কয়েকদিন আগে শিরোনামে এসেছেন এই রাগী রাজনীতিবিদ। আবাস যোজনার বাড়ি কেন পাওয়া যায়নি, এ নিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে দলেরই এক কর্মীর কাছে প্রশ্ন করেন মানস। সদুত্তর না পেয়ে জনসমক্ষেই চড় মারেন ওই কর্মীকে। এ ভিডিও ভাইরাল হয়ে যেতে, মানস বলেন, দলীয় কর্মীদের শাসন করার অধিকার নেতাদের রয়েছে। অন্যদিকে, প্রচারে বেরিয়ে এভাবে মেজাজ হারানোকে আত্মবিশ্বাস হারানোরই প্রমাণ বলে দাবি করছে বিরোধীরা। আবার, বহুভাষী সংবাদ সংস্থা 'হিন্দুস্থান সমাচার' ক'দিন আগে যখন ফোনে কথা বলছেন মানসবাবুর সঙ্গে, তাঁর কাছে ওপ্রান্তে অপর ফোনে একজন একটু কথা বলতে চাইলেন। যে তেজের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মানসবাবু, আমার হাত থেকেই মুঠোফোন পড়ে যাওয়ার যোগাড়।

খুব সচেতন না থাকলে পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ বা ঝানু সাংবাদিকও তাঁর পরিচয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে দলের নাম ভুল করে ফেলতে পারেন। বাম আমলে তাঁর জয় কখনও কেউ কাড়তে পারেনি। বর্ণময় সেই মানস ভুঁইয়া ১৯৮২ সাল থেকে শুরু করে ২০১৬ পর্যন্ত কংগ্রেসের হয়ে আসন জিতেছেন তিনি। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "সিপিএম আমাদের ধান-জমি লুঠ করেছিল।' ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গঠনের পর, সেই মন্ত্রিসভায় তাঁকে একাধিক দফতর দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস মমতা সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার পর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। মানস ভুঁইয়া, ডক্টর মানস ভুঁইয়া দল বদলান। এর পর তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠায় তৃণমূল। হলেন সাংসদ।'

বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে নাম না করে সবংয়ের সভায় রাবণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পালটা সভায় শুভেন্দুবাবুকে 'খোকাবাবু' তকমা দিয়েছেন মানস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী মানস ভুঁইয়া সম্পর্কে বলেছেন 'বুড়ো গরু'। আর মানসবাবু নিজের তুলনা করেছেন নিজেকে দিয়েই। ২০১৬-র মাঝপর্বে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ছাড়তে নারাজ মানস ভুঁইয়ার সঙ্গে দল নেতাদের প্রকাশ্য বিরোধ হয়। বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করে কংগ্রেস। কেন তাঁর সম্মানহানি করল দল, এনিয়ে আবদুল মান্নানের সঙ্গে বিরোধ তুঙ্গে ওঠে মানস ভুঁইয়ার। মানসবাবু এনিয়ে সনিয়া গান্ধীর সহযোগিতা চান। এই প্রতিবেদককে বললেন, ''৪৮ বছর কংগ্রেস করেছি। জগাই-মাধাই, মানে অধীর-মান্নান (বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান) আমাকে সাসপেন্ড করে দল থেকে তাড়ায়। কারণ, আমি সুজন চক্রবর্তীকে পিএসি-র পদে যেতে দিইনি। আমার রাজনীতির পরীক্ষা কাউকে দিতে হবে না।'

রাজনীতির হাতেখড়ি কীভাবে? মানসবাবুর কথায়, "১৯৬৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি হলাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। তিন মাস বাদেই তা ছেড়ে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে। ওই সময় থেকেই রাজনীতির আঙিনায়। ১৯৮২ সালে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ডাকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলাম। একবারই হেরেছিলাম ২০০১-এর বিধানসভা ভোটে। ৪২টা বুথে সিপিএম বন্দুক দেখিয়ে সেবার ভোট লুঠ করেছিল। '৮২ থেকে '৯৬, তার পর ২০০৩ থেকে '১৭-র ২৪ জুলাই পর্যন্ত ছিলাম বিধায়ক। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ছিলাম ২০১০-এর ২৩ আগস্ট থেকে '১১-র ১৭ জানুয়ারি। '১২-তে কিছু সময়ের জন্য সেচ জলপথ, ক্ষুদ্র শিল্প ও বস্ত্র দফতরের মন্ত্রী। সাংসদ হই ২০১৭-র ১৯ আগস্ট।" এর পর সবং আসনে ভোটে জেতেন তাঁর স্ত্রী গীতারানি ভুঁইয়া। একঝলক দেখা যাক কীভাবে বদলিয়েছে সবংয়ের ভোটচিত্র। ২০১১-র বিধানসভা ভোটে সবং কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ৫১.২৫ শতাংশ ভোট পান মানসবাবু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিল যথাক্রমে বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস (বিবিসি) এবং বিজেপি। বিজেপি পায় মাত্র ১.৩ শতাংশ ভোট। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে সবং কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ৫৯.৭০ শতাংশ ভোট পান মানসবাবু। বিজেপি পায় মাত্র ২.৬০ শতাংশ। '১৭-র উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী গীতারানি ভুঁইয়া পান ৫১.২১ শতাংশ ভোট। ২য় ও ৩য় হয় বিবিসি এবং বিজেপি। বিজেপি-র শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ১৮.০৮। কংগ্রেস পায় চতুর্থ স্থান। এই সংখ্যাতত্ব বলে দিচ্ছে সবংয়ে ভুঁইয়াদের প্রভাবের মাত্রা কতটা। সেটা খোলা গলায় স্বীকারও করেছেন মানসবাবু। কিছুদিন আগে তিনি 'আইকোর' চিটফান্ড-কান্ডে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সমন পেয়েছিলেন। তাঁর দাবি, গোটা বিষয়টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, ভোটে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না।' কিন্তু এবারের ভোটে ফল কী হবে? জবাব, "আমিই জিতব!" কী কারণে? মানসবাবু বলেন, "গত লোকসভা নির্বাচনে ওই যে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোটের বাড়তি শতাংশ দেখছেন, ওটা মূলত সিপিএমের ভোট ছিল। এবার বিজেপি-র প্রার্থী হয়েছেন অমূল্য মাইতি। উনি তৃণমূলে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করছিলেন। টিএমসি-র ৮-৯ হাজার ভোট উনি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-তে এনেছিলেন। এবার একেবারে শেষ মুহূর্তে উনি বিজেপি-তে যোগ দিয়ে প্রার্থী হয়েছেন। কিন্তু ভোটে আমিই জিতব।' মুখে যে দাবিই করুন, চড়া রোদ্দুরেও প্রচারে খামতি রাখতে চাইছেন না পোড়খাওয়া এই নেতা। সবংয়ে ভোট দ্বিতীয় দফায়, ১ এপ্রিল।

বিভিন্ন দাবীতে ত্রিপুরা আশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে মিছিল আগরতলা শহরে।

ভারতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হার বাড়ছেবাড়াচ্ছে চিন্তা, ৩৫৪ বেড়ে কোভিডে মৃত্যু ১৬২,৪৬৮ জনের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স) : ভারতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হার বেড়েই চলেছে। যদিও, সোমবার এবং মঙ্গলবার পরপর দু''দিন সারাদিনে ৬০-হাজারের নীচেই থাকল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩,৪৮০ জন। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫৪। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৫.৫২-লক্ষের (৪.৫৫) গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতাও স্বস্তি দিচ্ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪১,২৮০ জন করোনা-রোগী। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৪,৩৪,৩০১ জন করোনা-রোগী (৯৪.১১ শতাংশ)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৫৩,৪৮০ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২১,৪৯,৩৩৫-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৫৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬২,৪৬৮ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৬৬ জন (৪.৫৫ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ১১,৮৪৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৫৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৯,৪০,৯৯৯ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ক্রমশই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে দৈনিক করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৫৪ জনের। জানা গিয়েছে, গত তিন মাসের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি। শেষবার ১৬ ডিসেম্বরের পর ফের এত সংখ্যক কোভিড রোগীর মৃত্যুর ঘটনা দেশে।

বাড়তে বাড়তে ভারতে ২৪.৩৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ মার্চ সারা দিনে ১০,২২,৯১৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৪,৩৬,৭২,৯৪০-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩,৪৮০ জন।

ভারতে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ১১,৮৪৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,২৮০ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৬২,৪৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫৪ জনের, প্রায় সাড়ে ৩ মাস পর দৈনিক মৃত্যু চাড়াল ৩৫০। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১৪,৩৪,৩০১ জন (৯৪.১১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ১১,৮৪৬ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৫,৫২,৫৬৬ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৪.৫৫ শতাংশ)।

মহারাষ্ট্রের কোভিড পরিস্থিতি ক্রমশই হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৪০ জনের। ডিসেম্বরের পর কর্ণাটকের বাড়ল কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় সে রাজ্যে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও পঞ্জাবে ৬৪, ছত্তিশগড়ে ৩৫, তামিলনাড়ুতে ১৬ এবং মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে ১০ জন করে কোভিড রোগীর মৃত্যুর খবর মিলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রেও কমেছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ হাজার ৯১৮ জন। রবিবার সেই সংখ্যাটা ছিল ৪০ হাজার। যদিও বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা দেশজুড়েই কমে গিয়েছে। আর সে কারণেই আক্রান্তের সংখ্যা হেরফের হচ্ছে। এদিকে, এই মুহূর্তে দেশে কোভিড চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৫২ হাজার। ১ কোটি ১৪ লাখ ৩৪ হাজার ৩০১ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

একাধিক রাজ্যে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে বলেই মন্তব্য করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। ফলে টিকাকরণের উপর বিশেষ নজর দিতে জোর দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে। ১ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে দেশের ৪৫ উর্ধ্বোদের টিকাকরণ। গত বছর জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেও ৮০০-৮৫০ জন দৈনিক আক্রান্তের দেখা মিলেছিল। আনলক পর্বের হরেক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও তখন দেখা গিয়েছিল, তিন সপ্তাহের মাথায়, অর্থাৎ জুলাইয়ের শেষে সংখ্যাটা প্রায় তিন গুণ হয়ে গিয়েছিল। গত ৭ জুলাই ৮৫০ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছিল ২৪ ঘন্টায়। এর ঠিক ২১ দিন পরে ২৮ জুলাই দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২,১৩৪ জনে। অনেকের মনেই প্রশ্ন, এ বারও কি তা-ই হবে? বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন, এ বারের ঢেউ হবে আরও খারাপ।

আরও তিনটি রাফায়েল আসছে শক্তি বাড়ছে ভারতীয় বাহিনীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স) : আজ বুধবার ভারতে আসছে আরও তিনটি রাফায়েল। আজ সন্ধে ৭টা নাগাদ রাফায়েল নামতে চলেছে গুজরাতে। ফ্রান্স থেকে উড়ান নেওয়ার পরে মাঝ আকাশেই জ্বালানি ভরে পুরো রাস্তাই উড়ে আসবে ভারতীয় বায়ুসেনার সদস্যরা।

আরও তিনটি রাফায়েল যুক্ত হওয়ার পর গোল্ডেন অ্যারোজ স্কোয়াড্রনের মোট রাফায়েলের সংখ্যা হবে ১৪ টি। ফলে সামরিক দিক থেকে আরো শক্তিশালী হবে দেশ। আগত রাফায়েলের মধ্যে কয়েকটিকে পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারা এয়ার ফোর্স স্টেশনে রাখা হতে পারে। হাসিমারাতে বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে ওই রাফায়েলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গতবছরের ২৯ জুলাই সর্বপ্রথম ভারত রাফায়েল হাতে পায়। ১০ সেপ্টেম্বর সেগুলি বায়ুসেনায় যুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় দফায় ওই বছরেই ৪ নভেম্বর ভারতের হাতে আসে ৪ টি রাফায়েল।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে ৩৬টি রাফাল কেনার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করে ভারত। ৫৯ হাজার কোটি টাকা দিয়ে এই চুক্তি করা হয়। সেই চুক্তির ভিত্তিতেই ভারতের হাতে রাফায়েল জেট তুলে দিচ্ছে ফ্রান্স।

এই বিমানের কিছু বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে। এই যুদ্ধবিমানে একবার জ্বালানী ভরা হলে এটি ১০ ঘন্টা একটানা হাওয়ায় উড়তে পারে। এছাড়া উড়তে উড়তেও জ্বালানী ভরতে পারে এই যুদ্ধবিমান। রাফালে সর্বাধিক গতি রয়েছে প্রতি ঘন্টা ২১৩০ কিলোমিটার। এছাড়া রাফায়েলে স্কাল্প ইজি স্টর্ম শ্যাডো, এএএসএম, ৭৩০ এ ট্রিপল ইজেক্টর র‍্যাক, ড্যামোক্লস পড, হামার মিসাইল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মোট তিন ধরনের মিসাইল বসানো যেতে পারে। এয়ার-টু-এয়ার মেটিওর মিসাইল, এয়ার-টু-গ্রাউন্ড স্কাল্প মিসাইল এবং হ্যামার মিসাইল। এরফলে কয়েকগুণ শক্তিবৃদ্ধি হল ভারতীয় সেনা বহিনীর।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আশা কর্মীদের মিছিল আগরতলা শহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। আশা কর্মীদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার সহ বিভিন্ন দাবিতে ত্রিপুরা আশাা ওয়ারকার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বুধবার আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয় ।আশা কর্মীরা সামান্য মজুরিতে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলেছেন। প্রসূতি মায়েদের দেখাশোনা করা ,শিশুদের যত্ন নেওয়া সহ গ্রাম পাহাড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্ব অনেকাংশেই আশা কর্মীদের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। করুণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন আশা কর্মীরা ।সরকারের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল প্রতিমাসে তাদের জন্য অতিরিক্ত ১০০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। রেখা কর্মীরা বিগত এক বছর ধরে তাদের ন্যায্য টাকা-পয়সা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এসব বিষয় নিয়ে তারা বারবার কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছে। কিন্তু ইতিবাচক কোনো সাড়া মিলছে না। ফলে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে আশা কর্মীদের। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই তারা আন্দোলনে শামিল হচ্ছে ।আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার আগরতলা শহরে ত্রিপুরা আসা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলে আসা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেত্রী নেহারা বেগম তাদের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে তারা ন্যায্য টাকা পাচ্ছেন না। তাদের আরো অভিযোগ প্রকল্পের টাকা অন্য খাতে খরচ করা হচ্ছে ।আশা কর্মীদের হয়রানি বন্ধ করার জন্য তাঁরা দাবি জানিয়েছেন অবিলম্বে আশা কর্মীদের হয়রানি বন্ধ এবং ন্যায্য বকেয়া টাকা মিটিয়ে না দিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

অকাল বৈশাখীর তাণ্ডবব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি পাথারকান্দির বিভিন্ন জিপি

পাথারকান্দি (অসম) ৩১ মার্চ (হি.স.) : বর্ষার শুরুতে অকাল বৈশাখীর তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পাথারকান্দি বিধানসভা ক্ষেত্রের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। গতকাল বুধবার রাত নয়টা নাগাদ হঠাৎ করে অকাল বৈশাখীর ব্যাপক ঝড় বৃষ্টি শুরু হওয়ায় এমন ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছেন বিধানসভা এলাকার বহুজন।

পাথারকান্দি সার্কলের কলকলিঘাট, চাঁদখিরা, ডেঙ্গারবন্দ ও হাতিখিরা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে সংশ্লিষ্ট জিপি সমুহে প্রায় দুশতাধিক মানুষের বসতগৃহ ভূপতিত হওয়ার পাশাপাশি প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবারের অল্পবিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু পরিবারের বসতঘরের চালা উড়ে গেছে। বুজনের বসতগৃহের উপর গাছ পালা ভেঙে পড়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। পাশাপাশি এলাকার বেশকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন যমুনা দুষাদ, তজমুন নেসা, অজয় দাস, সুবল তাঁতি, বিক্রম গোয়ালা, প্রবীর দেব, শ্যাম যাদব, চরিত্র পাল, রতন দেব প্রমুখ। স্থানে স্থানে গাছ পড়ে নাগরিকদের জীবন ব্যাহত হয়েছে। স্থানে স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে গোটা এলাকা অন্ধকারে ডুবে আছে। আবহাওয়া দফতরের সূত্র মোতাবেক, আগামী ২৪ ঘণ্টা ধরে পাথারকান্দি সহ গোটা করিমগঞ্জ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত সহ শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে আগামীকাল রাজ্যে বিধানসভার দ্বিতায় দফার ভোট। কালবৈশাখীর তাণ্ডব ভোটে প্রবাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভারত থেকে বাংলাদেশের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ফেরা যাত্রীদের পাঠানো শুরু হোম কোয়ারেন্টাইনে

ঢাকা,৩০ মার্চ (হি.স.). বাংলাদেশের স্থলবন্দ বেনাপোলে ইমিগ্রেশনে স্বাস্থ্য কর্মিদের সতর্কতা হিসেবে বুধবার থেকে ভারত থেকে ফেরা যাত্রীদের হোম কোয়ারেনটাইনে পাঠানো শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের হরিদাসপুর স্থল বন্দরের বিপরিতে বেনাপোল চেকপোষ্ট ইমিগ্রেশনে করোনা ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফলে বুধবার ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরা সব পাসপোর্টধারী যাত্রীদের বাড়িতেই কোয়ারেনটাইনে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন ইমগ্রেশনের স্বাস্থ্য কর্মিরা। এতদিন করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট দেখালেই হতো।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন ওসি আহসান হাবিব ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: শুভাসিস রায় বলেন, মঙ্গলবার বিকালেই করোনা সুরক্ষায় নির্দেশনা দিয়েছেন উধ্ধর্বতন কর্তৃপক্ষ। ভারত যাত্রীদের গতিবিধি লক্ষ সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে কাজ করছেন তারা। তবে হঠাৎ করেই সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে ভারত ফেরা যাত্রীরা হচ্ছেন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ি সব ধরনের ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানান তারা।

এবিভিপির তরফে শান্তিরবাজার থানায় মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার। ৩১ মার্চ ।। ঘটনার বিবরণে জানাযায় গতকাল শান্তির বাজার ডিগ্রী কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্দ্যোগে কলেজ ইউনিটের নতুন কমিটি গঠনকরতেগিয়ে কলেজের কিছুসংখ্যক ছাত্রের দ্বারা আক্রান্ত হয় ইউনিটের সদস্য মনিন্দ্র দেবনাথ। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যদের অভিযোগ কিছু সংখ্যক কলেজ ছাত্র উদের উপর আক্রমনকরে ও কলেজে থাকা সরকারি সম্পতি নষ্ট করে। এই নিয়ে ইউনিটের পক্ষথেকে গতকাল শান্তির বাজার থানায় অভিযোগ জানাতে আসলে থানার কর্তব্যরত ওসি উদেরকে ফিরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। অবশেষে আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সকলে একত্রিতহয়ে পুনরায় অভিযোগ জানানোরজন্য শান্তিরবাজার থানায় আসে। তার পাশাপাশি আজকে কমিটি গঠনের জন্য থানা কতৃপক্ষের নিকট নিরপত্তার দাবী জানায় ইউনিটের সদস্যরা। কিন্তু থানায় মামলা দায়ের করা হলেও থানার ওসি ছাত্র দের নিরাপত্তা প্রদানকরতে পারবেনা বলে জানান এমনটাই অভিযোগ ইউনিটের সদস্যদের। ইউনিটের সদস্যরা এইনিয়ে থানা কতৃপক্ষের ব্যাবহারে মর্মাহত হয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উবরেদেন। তারপাশাপাশি ঘটনার সাথে জরিত দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তির দাবি করে ইউনিটের সদস্যরা। আজকের এই মামলা দায়ের করারজন্য থানায় আসে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের বিভাগ সংগঠন মন্ত্রী সুমা জমাতিয়া, জেলা সংযোজক সুদীপ গোপ, প্রদেশ সহ সম্পাদক বেবিলোন দের্বমা সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

প্রয়াত প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমন সিনহাকে স্মরণ করল সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রয়াত সিনহার ২৩ তম প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। মূল অনুষ্ঠান হয় আগরতলায় সিপিআইএম সদর কার্যালযয়ে। ১৯৯৮ সালের একত্রিশে মার্চ ধলাই জেলার কমলপুরে মানিক ভান্ডারের ভাঙ্গার পাড় এলাকায়সন্ত্রাসবাদীদের তত্ত্ব বুলেটে নিহত হয়েছিলেন তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহা। তারেক ভাইকে সন্ত্রাসবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করে আনার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের কথামতো সেখানে গিয়েছিলেন তিনি ।বিমল সিনহাকে হত্যা করার জন্য পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাকে সেখান থেকে নিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা ।তাদের ফাঁদে পা দিয়ে ভাইকে সন্ত্রাসবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনি। আজ তার ২৩ তম শহীদান দিবস। আগরতলায় সিপিআইএম সদর কার্যালয়ের সামনে এ উপলক্ষে বুধবার সকালে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয় ।শহীদ বিমল সিনহার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। তার জীবন আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর। কমলপুর সহ রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিমল সিনহার শহীদান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হওয়ার খবর মিলেছে।

চাকরীচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহরের শ্যামলী বাজার এলাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের ।চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মৃত্যুর তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে ।বুধবার সকালে রাজধানী আগরতলা শহরের শ্যামলী বাজার এলাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আরও এক চাকর যুবকর মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিক্ষকের নাম গৌতম গোস্বামী। বয়স ৪৫ বছর। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে বুধবার সকালে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকরা জানান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে গৌতম গোস্বামীর ।চাকরিচ্যুত শিক্ষক এর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের বাড়িতে ছুটে যান। জয়েন্ট মোমেন্ট কমিটির নেত্রী ডালিয়া দাস প্রয়াত শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে শিক্ষক পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শোকাহত নেত্রী ডালিয়া দাস বলেন এখনো পর্যন্ত চাকরিচ্যুত ৯০ জন শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। আর্থিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে একের পর এক চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এজন্য তিনি রাজ্য সরকারকে দায়ী করেছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায় প্রশিক্ষকের স্ত্রী অসুস্থ থাকায় গতকাল তিনি স্ত্রীকে ডাক্তার দেখিয়েছেন। বুধবার সকালে এভাবে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন তা কেউ সাথে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি।

নাড্ডা

● আটের পাতার পর

জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। তিনি এসব করছেন শুধুমাত্র বাংলার বিকাশ করার জন্য।'

তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে নাড্ডা বলেছেন, 'মহিলাদের অপহরণ, খুনের চেষ্টা, নিষ্পত্তি না হওয়া মামলা এই সমস্ত দিক থেকে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। জলপাইগুড়িতে দুই আদিবাসী কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।' এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ''হাইভোল্টেজ'' আসন নন্দীগ্রাম থেকে লড়ছেন মমতা, এই আসনে মমতার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। নাড্ডা এদিন দাবি করেছেন, ''মমতা দিদি ভয়ে রয়েছেন, কারণ নন্দীগ্রাম আসন থেকে তিনি হারছেন।'

নজরে

● আটের পাতার পর

কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাঁকুড়ায় ১৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, পূর্ব মেদিনীপুরে ১৯৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় থাকছে ৭২ কোম্পানি আধাসেনা থাকবে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, নির্বাচন পরবর্তী হিংসা রুখতে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে ছয় কোম্পানি করে বাহিনী থাকবে। পাশাপাশি যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই রাতের দিকে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

এদিকে, ভোটের ঠিক আগের দিন ফের সুর চড়ালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের 'বহিরাগত' ইস্যুতে সরব তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বহিরাগত গুন্ডারা ঢুকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে এব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও নন্দীগ্রামে তৃণমূলের কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দাবি বিজেপি-র।। নন্দীগ্রামে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট করতে কমিশনকে তৎপর হতে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামের ভোটের ফলাফলই ঠিক করে দিতে পারে আগামী দিনের বঙ্গ রাজনীতির গতিপ্রকৃতি।

শিক্ষকরা

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা দেবেন। বিধানসভায় দেওয়া তথ্য অনুসারে, ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে বর্তমানে রয়েছেন ৯১০০ জন। তাদের মধ্যে ৮৬২৬ জন অশিক্ষক পদে নিয়োগে আবেদন জানিয়েছেন। তাতে স্পষ্ট, একটা ছোট্ট অংশ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকা ত্রিপুরা সরকারের ব্যবস্থাপনায় অসন্তুষ্ট এবং তাঁরা সম্ভবত আবারও বাঁকা পথেই চাকুরী হোক চাইছেন। ত্রিপুরা সরকার সাফ জানিয়েছে, চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হয়েও নিয়ম বহির্ভূত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

ছিনতাইয়ের ঘটনায় এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ ।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে ছিনতাইকারীকে আটক কিংবা ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া সোনার চেইন উদ্ধারের কোনো খবর নেই।

সংক্রমণ

● প্রথম পাতার পর

সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাতে, আরটি-পিসিআর ৭ জনের এবং রেপিড এন্টিজেন ৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

ডাকওয়ার্থ-লুইস বিতর্কের জেরে হার বাংলাদের, ক্ষোভ প্রকাশ বাংলাদেশ কোচের

নেপিয়ার, ৩১ মার্চ (হি.স) : নেপিয়ারে মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস বিতর্কের জেরে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বাংলাদেশ কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো। বাংলাদেশের প্রোটিয়া কোচ জানান, জীবনে এমন কখনও দেখিনি যেখানে লক্ষ্যমাত্রা না জেনে কোনও দল রান তাড়া করতে নেমেছে। নেপিয়ারে মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ড বনাম বাংলাদেশে সিরিজের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে এদিন ১৭.৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭৩ রান তোলে কিউয়িরা। বৃষ্টির কারণে পুরো ২০ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়নি হোম টিম। ম্যাকলিন পার্কে এরপর বাংলাদেশ যখন রান তাড়া করতে নামে তখন তাদের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৬ ওভারে ১৪৮ রান। কিন্তু ইনিংসের প্রথম ৯টি বল খেলার পরেই সাময়িক খেলা বন্ধ করে দেন আম্পায়ার। ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো'র নির্দেশ অনুযায়ী বাংলাদেশকে জানানো হয় ১৪৮ নয়, বরং ম্যাচ জিততে হলে তাদের ১৬ ওভারে করতে হবে ১৭০ রান। এখানেই শেষ নয়, পরে আরও একবার বাংলাদেশ দলের লক্ষ্যমাত্রা বদলে দাঁড়ায় ১৬ ওভারে ১৭১ রান। শেষ অবধি ১৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪২ রানের বেশি তুলতে পারেনি বাংলাদেশ। ৫টি চার এবং ৩টি ছয়ে সৌম্য সরকারের ২৭ বলে ৫১ রান বিফলে যায়। আর ম্যাচ শেষে ডিএলএস বিতর্ক নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বাংলাদেশ কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো। 'আমার মনে হয় লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত না করে খেলা শুরু করানোই উচিৎ হয়নি। আমাদের কাছে কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল না আমাদের কত রান করতে হবে। সবমিলিয়ে আমাদের জন্য খারাপ একটা অভিজ্ঞতা।' ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের কাছে গোটা ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা। তবে বাংলাদেশ কোচের আরও অভিযোগ, ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেও ম্যাচ অফিসিয়ালরা খেলা চালিয়ে গিয়েছেন। যা কখনওই কাম্য নয়। বিতর্কিত ম্যাচ হেরে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে সিরিজ হাতছাড়া হয়েছে বাংলাদেশের। খারাপ অভিজ্ঞতা নিয়ে অকল্যান্ডে সিরিজের অন্তিম তথা নিয়মরক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি কিউয়িদের হতে চলেছে টাইগাররা।

মার্শের পরিবর্ত হিসেবে হায়দরাবাদে জেসন রয়

হায়দরাবাদ, ৩১ মার্চ (হি.স) : এ বছরের আইপিএল শুরুর আগেই সানরাইজার হায়দরাবাদ দলে ধাক্কা। আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। মার্শের সরে দাঁড়ানোর আচমকা সরে দাঁড়ানোর ফলে বিপদে পড়লো সানরাইজার হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি। তড়িঘড়ি আইপিএল কমিটির কাছে বিকল্প ক্রিকেটার নেওয়ার আবেদন করল তারা। তাদের আবেদনে সম্মতি দেয় বোর্ড। জানা গিয়েছে বিকল্প ক্রিকেটার হিসেবে এবার হায়দরাবাদ সানরাইজার্স শিবিরে যোগ দিলেন ইংল্যান্ডের ওপেনার জেসন রয়। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষ তাদের নতুন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করল

ফের কলকাতায় বসছে সিনিয়র ভারতীয় দলের ফুটবল শিবির

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি.স) : দীর্ঘ ১৭ বছর পর ফের কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সিনিয়র ভারতীয় দলের ফুটবল শিবির। তাও সেটা ৭-৮ দিনের জন্য নয়। বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে কাতার ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে কলকাতায় টানা ৩৫ দিনের জাতীয় শিবির করার পরিকল্পনা করেছেন কোচ ইগর স্টিমাচ। জুনে কলকাতা থেকেই সোজা কাতারে উড়ে যাবেন সুনীল ছেত্রীরা।
ফিফা আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচে সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ০-৬ গোলে হারার পর ময়নাতদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় ফুটবলে। আরব আমিরশাহি শক্তিশালী দল। ফিফা ক্রমতালিকায় ভারত যেখানে ১০৪। আরব আমিরশাহি সেখানে ৭৪।
জুনে কাতার ম্যাচের আগে আর কোনও ফিফা ফ্রেন্ডলি নেই। তাই কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফুটবলারদের দেখে নেওয়ারও আর সুযোগ পাবেন না জাতীয় কোচ। কাতার ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য নেপাল, ভুটানের মতো প্রতিপক্ষর সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলেও কোনও লাভ হবে না। তাই ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্যাচ দুটো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ম্যাচ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রথম ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে সন্দেশ, বিপিন, আশিকদের দেখে নেওয়ার পর শেষ ম্যাচে আমিরশাহীর বিরুদ্ধে আদিল খান, লিস্টন কোলাসোদের দেখতে প্রথম দলে রেখেছিলেন স্টিমাচ।

টানা ৩২ হার নাকি প্রথম জয়?

একটি জয়ের অপেক্ষায় শেষ হতে চলল আরেকটি সফর। সেই জয় এখনও অধরা। আগের নানা সফরে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ২৬ ম্যাচ, এবার হয়ে গেছে ৫ ম্যাচ। নিউ জিল্যান্ডকে তাদের দেশে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে কি ধরা দেবে সেই বহু কাঙ্ক্ষিত জয়, নাকি হারের ধারা দীর্ঘায়িত হবে টানা ৩২ আন্তর্জাতিক ম্যাচে? উত্তর মিলবে বৃহস্পতিবার অকল্যান্ডে। তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে ইডেন পার্কে নিউ জিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। খেলা শুরু বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টায়। ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশড হওয়ার পর টি-টোয়েন্টি সিরিজও এর মধ্যে হেরে বসেছে বাংলাদেশ। ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের কিছু সময়কে বাদ দিলে, সফরের পাঁচ ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনাও জাগাতে পারেননি তামিম ইকবাল, মাহমুদউল্লাহরা। শেষ ম্যাচেও ব্যতিক্রম হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা সামান্যই। কোনো ম্যাচেই নিজেদের সামর্থ্যের প্রকাশ দেখাতে পারেনি বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। অবশ্য টানা এরকম পারফরম্যান্স যখন দেখা যায়, প্রশ্নবিদ্ধ হয় সামর্থ্যই! অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনসহ শীর্ষ ৬-৭ জন ক্রিকেটার ছাড়াও প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে হারাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি কিউইদের। ব্যবধান তাই পরিষ্কার। এই কন্ডিশনে, এমনকি খর্বশক্তির নিউ জিল্যান্ডকে হারানোর শক্তিও বাংলাদেশের নেই। ভরসা তাই ক্রিকেটায় অনিশ্চয়তা, সঙ্গে নিজেদের ভালো দিন ও প্রতিপক্ষের বাজে দিনের সমীকরণ। শেষ ম্যাচের আগের দিন বিসিবির ভিডিও বার্তায় দলের প্রতিনিধি হয়ে যদিও সৌম্য সরকার শোনালেন আশার সেই চিরায়ত গান। "অবশ্যই এখানে জেতা সম্ভব। তবে আমরা যেভাবে খেলছি, হয়তো একদিন ব্যাটিংয়ে ভালো করছি, একদিন বোলিংয়েব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং, তিনটিতেই একসঙ্গে ভালো করতে পারলে কাজটা সহজ হতো, জেতা সম্ভব হতো।" "আর একটি ম্যাচই বাকি আছে আমাদের। শেষ ম্যাচে যদি তিনটি বিভাগেই ভালো করতে পারি আমরা, তাহলে জেতা সম্ভব। সবশেষ ম্যাচে আমাদের ফিল্ডিং অনেক ভালো ছিল।

রোনালদো-জোতার গোলে পর্তুগালের জয়

পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে পর্তুগাল ঘুরে দাঁড়াল দুর্দান্তভাবে। একের পর এক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল লুক্সেমবার্গকে। দলটিকে উড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দ্বিতীয় জয় পেল ফের্নান্দো সান্তোসের দল।লুক্সেমবার্গের জাতীয় স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে 'এ' গ্রুপের ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছে পর্তুগাল। গেরসন রদ্রিগেস স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন দিয়োগো জোতা। পরে ব্যবধান বাড়ান ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো ও জোয়াও পালিনিয়া।আজারবাইজানের বিপক্ষে তাদের আত্মঘাতী গোলে জিতে বাছাইপর্ব শুরু করা পর্তুগাল পরের ম্যাচে সার্বিয়ার বিপক্ষে দুই গোলে এগিয়ে গিয়েও ২-২ ড্র করে। ওই ম্যাচের শেষ দিকে বল গোললাইন পেরিয়ে গেলেও রেফারি গোল না দেওয়ায় রোনালদোর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখানো, শেষ বাঁশি বাজার আগে আর্ম ব্যান্ড ছুড়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়া, ভিএআর না থাকায় পর্তুগাল কোচের অসন্তোষ প্রকাশ, এরপর উয়েফার বিবৃতি-সব মিলিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয় অনেক।লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে এই পারফরম্যান্স নিশ্চিতভাবে রোনালদোদের সামনের পথচলায় বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। পুরো ম্যাচে তারা গোলের উদ্দেশে শট নেয় ২০টি, এর ১১টি ছিল লক্ষ্যে। প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক আর ক্রসবারের বাধার পাশাপাশি নিজেরা সুযোগ নষ্ট না করলে ব্যবধান আরও বাড়তে পারতো। বল দখলে পর্তুগাল এগিয়ে থাকলেও শুরুর দিকে আক্রমণে তেমন একটা সুবিধা করতে পারছিল না তারা। ২৪তম মিনিটে গোলের উদ্দেশে প্রথম শট নিতে পারে দলটি। দুরূহ কোণ থেকে রোনালদোর ফ্রি কিক সহজেই ফেরান স্বাগতিক গোলরক্ষক মরিস। চার মিনিট পর জোয়াও কানসেলোর পাসে রেনাতো সানচেসের নিচু শট ঠেকিয়ে জাল অক্ষত রাখেন তিনি।পরের মিনিটেই ২০১৬ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নদের চমকে দিয়ে এগিয়ে যায় লুক্সেমবার্গ। সতীর্থের ক্রসে ডি-বক্সে দারুণ ডাইভিং হেডে বল জালে পাঠান ফরোয়ার্ড রদ্রিগেস।প্রথমার্ধের শেষ কয়েক মিনিটে স্বাগতিকদের রক্ষণে চাপ বাড়ায় পর্তুগাল। ৪৩তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে সানচেসের শট এক হাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান মরিস। এক মিনিট পর ভালো সুযোগ হাতছাড়া করেন রোনালদো। মেন্দেসের ক্রস ছয় গজ বক্সের মুখে পেয়ে ঠিকমতো হেড করতে পারেননি ইউভেন্তুস ফরোয়ার্ড।অবশেষে বিরতির খানিক আগে সমতায় ফেরে সফরকারীরা। একটু আগে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়া জোয়াও ফেলিক্সের বদলি নামা পেদ্রো নেতো ডি-বক্সের বাঁ দিকে একজনকে কাটিয়ে ক্রস বাড়ান। ছয় গজ বক্সে লাফিয়ে হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড জোতা।দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন রোনালদো। ডান দিক থেকে কানসেলোর ক্রসে ছয় গজ বক্সের সামনে একটু লাফিয়ে নেওয়া ভলিতে জাল খুঁজে নেন পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার।জাতীয় দলের হয়ে রোনালদোর গোল হলো ১০৩টি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইরানের আলি দাইয়ের সবচেয়ে বেশি ১০৯ গোলের রেকর্ড ছোঁয়ার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন ৩৬ বছর বয়সী ফুটবলার। দুই মিনিট পর বাড়তে পারতো ব্যবধান। মেন্দেসের নিচু শট বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে দারুণ দক্ষতায় ফেরান গোলরক্ষক। ৫৯তম মিনিটে জোতার হেড ক্রসবারে লাগে।৭৮তম মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন রোনালদো। সতীর্থের পাস ফাঁকায় পান তিনি। সামনে একমাত্র বাধা গোলরক্ষক। কিন্তু গোলরক্ষক বরাবর শট মারেন রোনালদো। পরে তিনি বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি।৮০তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-১ করেন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা পালিনিয়া। নেতোর কর্নারে কাছ থেকে হেডে জাতীয় দলের হয়ে নিজের প্রথম গোলটি করেন তিনি।
নির্ধারিত সময়ের চার মিনিট বাকি থাকতে সানচেসকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন স্বাগতিক ডিফেন্ডার মাক্সিম।তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে পর্তুগাল। অন্য ম্যাচে আজারবাইজানকে ২-১ গোলে হারানো সার্বিয়া সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে।দুই ম্যাচে লুক্সেমবার্গের ৩ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড ও আজারবাইজান এখনও পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি।'ই' গ্রুপের ম্যাচে বেলারুশকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দল বেলজিয়াম। 'জি' গ্রুপে জিব্রাল্টারকে ৭-০ গোলে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস।

আগুয়েরোর শূন্যস্থান অপূরণীয়: গুয়ার্দিওলা

এক দশকের ম্যানচেস্টার সিটি অধ্যায় শেষ হতে যাচ্ছে সের্হিও আগুয়েরোর। তার অভাব পূরণে নতুন ফুটবলার খুঁজতে হবে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিকে। তবে দলটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার মতে, এই আর্জেন্টাইন তারকার শূন্যস্থান অপূরণীয়।এক বিবৃতিতে গত সোমবার সিটি জানায়, চুক্তির মেয়াদ শেষে চলতি মৌসুমের পর ফ্রি ট্রান্সফারে বিদায় নিতে যাচ্ছেন আগুয়েরো। এরই সঙ্গে শেষ হবে সিটিতে তার ১০ বছরের সাফল্যমণ্ডিত পথচলা।২০১১ সালে আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে সিটিতে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৮৪ ম্যাচে রেকর্ড ২৫৭ গোল করেছেন আগুয়েরো। জিতেছেন চারটি প্রিমিয়ার লিগ, একটি এফএ কাপ ও পাঁচটি লিগ কাপ।বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাও তিনি। সব মিলিয়ে প্রিমিয়ার লিগের গোলদাতার তালিকায় ১৮১ গোল নিয়ে আছেন চতুর্থ স্থানে।এমন একজন চলে গেলে যেকোনো কোচের কাছেই তার অভাব বোধ হওয়াটা স্বাভাবিক। সম্প্রতি স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তেমনটাই বললেন গুয়ার্দিওলা। "সে একজন মহাতারকা। গত কয়েক বছর ধরে এই ক্লাবে আমার দেখা সেরা স্ট্রাইকার সেআমাদের সমর্থকদের কাছে, আমাদের খেলোয়াড়দের কাছে যারা তার সতীর্থ, বা কোচ যারা তার সঙ্গে কাজ করেছে, সবার কাছেই তার শূন্যস্থান অপূরণীয়।"চোট ও অসুস্থতা মিলিয়ে লম্বা সময় মাঠের বাইরে ছিলেন সের্হিও আগুয়েরোর।চোট ও অসুস্থতা মিলিয়ে লম্বা সময় মাঠের বাইরে ছিলেন সের্হিও আগুয়েরোর।"মানুষ হিসেবে সে অসাধারণ। আমি নিশ্চিত, তার মনোভাব যদি এমন আগ্রাসী থাকে তাহলে সে তার ক্যারিয়ার আরও দুই, তিন, চার বা পাঁচ বছর দীর্ঘ করতে পারবে।"সিটির জার্সিতে আগুয়েরোর সবচেয়ে স্মরণীয় গোল হয়ে থাকবে শুরুর দিকের একটি। ২০১১-১২ প্রিমিয়ার লিগ আসরের শেষ দিনে কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের বিপক্ষে যোগ করা সময়ে গোল করে জিতিয়েছিলেন দলকে। ওই গোলেই ৪৪ বছরে প্রথম লিগ শিরোপা জিতেছিল সিটি।সেই সময় দলটির কোচ ছিলেন রবের্তো মানচিনি। ইতালিয়ান এই কোচই তাকে এনেছিলেন সিটিতে। তার মতে, আগুয়েরো এখনও বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকারদের একজন।"আমি তাকে সিটিতে এনেছিলাম এবং সে এখানে ১০ বছর থাকায় এবং বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড গড়ায় আমি খুশি। আমি মনে করি, সে এখনও বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকারদের একজন, তার মতো ফুটবলার কমই দেখেছি। মানুষ হিসেবে সে অসাধারণ।""আমি তাকে অনেক পছন্দ করি এবং তার জন্য আমার শুভকামনা। কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের বিপক্ষে তার সেই গোলে প্রিমিয়ার লিগ জয় সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"চোট ও অসুস্থতা মিলিয়ে চলতি মৌসুমে অবশ্য খুব একটা অবদান রাখতে পারছেন না আগুয়েরো। দলের হয়ে এখন পর্যন্ত মাঠে নেমেছেন কেবল ১৪ ম্যাচে, গোল করেছেন তিনটি। তবে মৌসুমের বাকি সময়ে তার কাছ থেকে এখনও অনেক গোল পাওয়ার আশা করছেন গুয়ার্দিওলা। ২০১২ সালে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা হাতে ম্যানচেস্টার সিটি স্ট্রাইকার সের্হিও আগুয়েরা। ফাইল ছবি২০১২ সালে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা হাতে ম্যানচেস্টার সিটি স্ট্রাইকার সের্হিও আগুয়েরা। ফাইল ছবি"আশা করি, এই মৌসুমে আমাদের হয়ে সে আরও অনেক গোল করবেভাগ্যক্রমে সে কেবল এক মৌসুমের জন্য ছিটকে গিয়েছিল। এই সময়ে আমাদের অনেক সফলতা আছে ঠিকই তবে কিছু কিছু মুহূর্তে আমরা তার অভাব বোধ করেছি।""তার মতো এমন বিশেষ মানসম্পন্ন খেলোয়াড় খুঁজে পাওয়া ভারগোলের জন্য তার ক্ষুধা, খেলার মাননিখুঁত ফিনিশিং। বিশেষ করে যখন সে আগ্রাসী হয়ে ওঠেতখন সে বাড়তি শক্তি পায় এবং এক, দুই বা তিনজনকে পেছনে ফেলে বক্সের দিকে ৫-১০ মিটার এগিয়ে গোল করতে পারে।"আগুয়েরো দলকে অনন্য পর্যায়ে নিতে সহায়তা করেছে বলে মনে করেন বায়ার্ন মিউনিখ ও বার্সেলোনার সাবেক এই কোচ।"যখন সে এখানে এসেছিল তখন ক্লাব একটা পর্যায়ে ছিল এবং ক্লাবকে আরও উপরের পর্যায়ে নিতে সে অবদান রেখেছেএজন্য ক্লাবের সবাই এবং সমর্থকরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ।"

পিএসজির বিপক্ষে লেভানদোভস্কিকে পাচ্ছে না বায়ার্ন

মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বড় ধাক্কা খেল বায়ার্ন মিউনিখ। ডান হাঁটুর চোটে চার সপ্তাহের জন্য ছিটকে গেছেন রবের্ত লেভানদোভস্কি। তাই স্বাভাবিকভাবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে পিএসজির বিপক্ষে এই তারকা ফরোয়ার্ডকে পাবে না জার্মান চ্যাম্পিয়নরা।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত রোববার অ্যান্ডোরার বিপক্ষে পোল্যান্ডের ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন লেভানদোভস্কি। ওই ম্যাচে জোড়া গোল করে ব্যবধান গড়ে দিয়েছিলেন তিনি।পরদিন দেশটির ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছিল, ১০ দিন মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে লেভানদোভস্কিকে। বাছাইয়ে বুধবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না তিনি।তবে স্ক্যানের পর মঙ্গলবার বায়ার্ন জানায়, সেরে উঠতে আরও বেশি সময় লাগবে ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলারের।আগামী শনিবার বুন্ডেসলিগায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা লাইপজিগের মাঠে খেলতে যাবে বায়ার্ন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে গতবারের রানার্সআপ পিএসজির বিপক্ষে শিরোপাধারীদের ম্যাচ দুটি ৭ ও ১৩ এপ্রিল।
আগামী ১৭ এপ্রিল লিগের তৃতীয় স্থানে থাকা ভলফসবুর্ক এবং এর তিন দিন পর বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষেও মৌসুমে দলের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে পাবে না বায়ার্ন।চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত লেভানদোভস্কি করেছেন ৪২ গোল, এর ৩৫টি লিগে। বুন্ডেসলিগায় এক মৌসুমে জার্ড মুলারের সর্বোচ্চ ৪০ গোলের রেকর্ড ভাঙার পথে আছেন তিনি। সেই যাত্রা আপাতত থমকে গেল।

ইউরোতে ৫ বদলির সিদ্ধান্ত

আগামী জুন-জুলাইয়ে হতে যাওয়া ২০২০ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে থাকবে পাঁচ বদলি ফুটবলার খেলানোর সুযোগ।
এক বিবৃতিতে বুধবার এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে প্রতিযোগিতাটির আয়োজক সংস্থা উয়েফা। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে এক বছর পিছিয়ে যাওয়া প্রতিযোগিতাটি শুরু হবে আগামী ১১ জুন, চলবে ১১ জুলাই পর্যন্ত। খেলা হবে ইউরোপের ১২টি দেশে। গত বছর করোনাভাইরাসের অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর ঠাসা সূচিতে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিবেচনায় গত মৌসুমে প্রতি ম্যাচে বদলি খেলোয়াড় তিন থেকে বাড়িয়ে পাঁচ জন করার সিদ্ধান্ত নেয় ফিফা। পরে সেটি অনুমোদন দেয় ফুটবলের নিয়ম তৈরির সংগঠন আইএফএবি। এরপর থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কার্যকর হয়ে আসছে এই নিয়ম। একই নিয়ম মানা হচ্ছে বিশ্বকাপ বাছাইয়েও। এছাড়া স্টেডিয়ামে ৩০ শতাংশ দর্শক ফেরানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর ছেড়ে দিয়েছে উয়েফা।

No.F.1(106)-CEX(N)/V-I/2021/260 Dated 24/03/2021
ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER FOR THE SETTLEMENT OF RETAIL VEND OF COUNTRY LIQUOR SHOP FOR THE REMAINING PART OF THE FINANCIAL YEAR 2020-21. 2021-22 8a 2022-23 UNDER NORTH DISTRICT
It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 03(three) nos. retail vend of Country Liquor shops under North District for the part of financial years 2020-21, 2021-22 & 2022-23 as per provision of Rule 154 read with Rule 22 and Rule 29A of the Tripura Excise Rule, 1990 (as amended time to time) and subject to fulfillment of terms and condition as required under the Tripura Excise Act.1987 made there under as mentioned from time to time, through e-procurement web-site of the Government of Tripura **(https://tripuratenders.gov.in).**
Intending tenderer shall submit e-tender addressed to the Collector of Excise, North District, Dharmanagat The bids shall be uploaded/submitted by the bidders within 21(twenty one) days from the date of publication of e-tender i.e. on 30-03-2021.
Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, North District, Dharmanagar will be on 19-04-8021 upto 3 PM.
The other details related to e-tender can be seen and obtained from the e-procuremet portal **(https://tripuratenders.gov.in)** and office Notice Board of the office of the Collector of Excise, North District, Dharmanagar. Corrigendum/addendum, if any will be published only on the above website.
Collector of Excise,
(DM & Collector)
North Tripura District.
Dharmanagar.
ICA-C-3512/21

বিশিষ্ট ক্যান্সার চিকিৎসক ডাঃ গৌতম মজুমদারকে অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স ২০২১ সম্মান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। রাজ্যের বিশিষ্ট ক্যান্সার চিকিৎসক ডাঃ গৌতম মজমদার অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স ২০২১ সম্মান পেয়েছেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিকেল সুপার ডাঃ গৌতম মজমদারকে ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব এটমিক এনার্জি কর্ত'ক গ্র্যান্ট ইন এইড প্রাপ্ত এবং মুম্বাইস্থিত টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হাসপাতালের ইউনিট ডাঃ বি বড়ুয়া ক্যান্সার ইনস্টিটিউট থেকে তাকে এবছর এই সম্মান দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ক্যান্সার চিকিৎসায় উন্নতি ও অগ্রগতিতে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। গত শনিবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটির একটি হোটেলে বিবিসিআই-র ডিরেক্টর অমল চন্দ্র কটকির হাত থেকে ডাঃ গৌতম মজমদার এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্বঞ্চলের আরও ৫ জন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ মজমদার ২০০১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত নতুন দিল্লির এইমসে রেডিয়েশন অঙ্কোলজিতে এম ডি করেন এবং সেখান থেকে রাজ্যে ফিরেই

ক্যান্সার চিকিৎসক ডাঃ গৌতম মজমদার (ডানে) অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স ২০২১ সম্মান পেয়েছেন।

২০০৪-০৫ সালে আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতালে কাজ শুরু করেন। তিনি ২০১৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডিং কমিটি ফর টার্সিয়ারি ক্যান্সার কেয়ারের সদস্য হিসাবে কাজ করছেন। ডাঃ গৌতম মজমদার ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবেও কাজ করছেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের স্টেট নোডাল অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন।

তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার প্রিভেনশন অ্যাণ্ড রিসার্চ, নয়ডা, এনসিএ থেকে অগ্রণী ক্যান্সার স্ক্রিনিং প্রোগ্রামের উপর রিসার্চ করে 'লিডার্স অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। তাছাড়াও ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ, মেরিল্যাণ্ড, ইউএসএ থেকে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের উপর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং অ্যামরয় ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ থেকে এনসিডি লিডারশিপ ট্রেনিং নিয়ে ২০১৬ সালে এনসিডি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে 'ফারদেস্ট আউট অব কমফোর্ট জোন' শীর্ষক জনস্বাস্থ্য 'লিডার্স অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ ধাপে ধাপে আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতালকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

বর্তমান সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় সাততলা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটি এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। প্রায় একশ কোটি টাকার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে আজ এই হাসপাতালটি সমৃদ্ধ। ক্যান্সার হাসপাতালের অগ্রগতির ক্ষেত্রে মেডিকেল সুপার হিসাবে ডাঃ গৌতম মজমদারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্পতি এই হাসপাতালে দুইজন অঙ্কোসার্জন যোগ দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও ডাঃ গৌতম মজমদারের ভূমিকা ছিলো। বর্তমানে এই হাসপাতালে খুব দক্ষতার সঙ্গে রোগীদের চিকিৎসা সহ বিভিন্ন জটিল অপারেশন করা হচ্ছে। ফলে রাজ্যের ক্যান্সার রোগীদের আর বহির্রাজ্যে যেতে হচ্ছে না। ডাঃ গৌতম মজমদারের এই সম্মান লাভ রাজ্যের চিকিৎসকদের গর্বিত করলো। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

নজরে নন্দীগ্রাম, টানটান উত্তেজনায় আজ দ্বিতীয় দফায় বাংলায় চার জেলায় ভোট

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : রাত পোহালেই বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হবে। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের চার জেলার মোট ৩০ আসনে ভোট থাকলেও গোটা দেশের নজর কার্যত নন্দীগ্রামেই। হাইভোল্টেজ এই আসন থেকে লড়ছেন তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় রয়েছে ৯টি বিধানসভা কেন্দ্র। বাঁকুড়ার ৮টি কেন্দ্রে কাল বিধানসভা ভোট। এরই পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরের ৯টি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৪টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ পর্ব চলবে। এদিন জেলায়-জেলায় ভোট প্রস্তুতি ছিল তুঙ্গে। ইভিএম নিয়ে বুথে-বুথে পৌঁছে গেছেন ভোটকর্মীরা।সব মিলিয়ে ভোটের আগে সেজে উঠেছে নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলো।

বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম, তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, চণ্ডীপুরে হবে ভোটগ্রহণ। জেলায় দ্বিতীয় দফার ভোট প্রস্তুতি তুঙ্গে। বুধবার সকাল থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলি থেকে ভোটকর্মীদের ইভিএম-সহ যাবতীয় সরঞ্জাম বিলির কাজ শুরু হয়েছে। ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে নির্ধারিত কেন্দ্রে পৌঁছে যাচ্ছেন ভোটকর্মীরা। করোনার সংক্রমণ এড়াতে এদিন প্রতিটি বুথে স্যানিটাইজেশনের কাজ চলছে। এরই পাশাপাশি আগামীকাল বাঁকুড়ার আটটি কেন্দ্রে হবে ভোটগ্রহণ। বাঁকুড়ার তালডাংরা, বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখীতে নির্বাচনে ভোট গ্রহণ পর্ব হবে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে জেলার ১২টি কেন্দ্রেই এগিয়ে বিজেপি। বুধবার সকাল থেকেই ভোটের সামগ্রী বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে যান ভোটকর্মীরা। ইভিএম, ভিভিপ্যাট-সহ অন্যান্য ভোটের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন তাঁরা। সার্বিকভাবে নির্বাচনের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট ভোটকর্মীদের একটি বড় অংশ। পশ্চিম মেদিনীপুরের ন'টি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। আগামিকাল জেলার খড়গপুর সদর, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, কেশপুরে ভোটগ্রহণ হবে। সেই জেলাতেও বুধবার সকাল থেকে একই পরিস্থিতি। ভোটের সরঞ্জাম নিয়ে বুথমুখী ভোটকর্মীরা। একইদিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও হবে ভোটগ্রহণ। এই জেলায় এবার তিন দফায় হবে নির্বাচন। আগামীকাল গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলবে।

দ্বিতীয় দফার ভোটেও কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে তৎপর নির্বাচন কমিশন। বুথে-বুথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন রাখা হচ্ছে। হিংসা এড়িয়ে সুষ্ঠু ভোট পরিচালনায় এবার কার্যত ফ্রি-হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। সব থেকে বেশি নজরে রয়েছে নন্দীগ্রাম। গোটা নন্দীগ্রামে জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। মোতায়েন হয়েছে ২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। নন্দীগ্রামে চলছে নাকা চেকিং। বাইরের কেউ এখানে লুকিয়ে আছে কিনা তা তল্লাশি করছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে বুধবার রাতের মধ্যে তাদের গ্রেফতার করতে বলেছে কমিশন। শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত জারি থাকবে ১৪৪ ধারা। যার অর্থ, আজ রাত থেকে ভোটপর্ব মেটা না পর্যন্ত নন্দীগ্রামে কোনওরকম জমায়েত করা যাবে না। ৫ জনের বেশি একসঙ্গে থাকা যাবে না। দুটোর বেশি বাইক একসঙ্গে বেরোলে গ্রেফতার করা হবে। নন্দীগ্রামে মোট বুথের সংখ্যা ৩৫৫। সব বুথে থাকবেন ৮ জন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। ৭৫ শতাংশ বুথে হবে ওয়েবকাস্টিং। ভোটগ্রহণের অনেক আগে থেকেই নন্দীগ্রাম জুড়ে টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রয়েছে মহিলা সিআরপিএফ-এর দল। এই কেন্দ্রের ভোট যাতে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতে মরিয়া নির্বাচন কমিশন।

অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২১০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা বাড়ল ঘিরে রাখবেন ১৫ মহিলা জওয়ান

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : ফের বাড়ানো হল বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা। এবার নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে থাকবেন ১৫ জন মহিলা সিআরপিএফ। সূত্রের খবর, প্রচারে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে শুভেন্দুকে। সেই কারণেই এই ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কমিশন।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীর। দিন কয়েক আগে নিরাপত্তা বাড়ে বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের। সুনীল মণ্ডলকেও ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। একই মানের নিরাপত্তা পেয়েছেন বিজেপিতে যোগ দেওয়া 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তীও। বারবার বিজেপি নেতাদের উপর হামলার অভিযোগ উঠছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই কারণেই হেভিওয়েট নেতাদের নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে। ভোট শুরু হতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপির কর্মী কিংবা প্রার্থীদের উপর হামলার খবর সামনে আসছেই। আর সমস্ত ঘটনার জন্য গেরুয়া শিবিরের তরফে দায়ী করা হচ্ছে তৃণমূলকেই। যদিও রাজ্যের শাসকদলের তরফে বারবার সমস্ত দাবী অস্বীকার করা হয়েছে। ঘটনাগুলিকে বিজেপির অন্তদ্বন্দ কিংবা আদি বনাম নব্যের লড়াই বলে দাবি করেছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, ভোট প্রচারের শেষদিন ময়নায় অশোক দিন্দার গাড়িতে 'হামলা'র ঘটনায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়লে আঘাত পান খোদ বিজেপি প্রার্থী। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তাঁর নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আজ থেকেই ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পাবেন দিন্দা। থাকবে হোম প্রোটেকশন ও ক্লোজ প্রোটেকশন টিম। পাশাপাশি ২০ জন সিআরপিএফ জওয়ান ঘিরে থাকবেন তাঁকে।

২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে মৃত্যু ৩,৬৬৮ জনের, সংক্রমণেও রেকর্ড বৃদ্ধি

রিও ডি জেনেইরো, ৩১ মার্চ (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের চিন্তা বাড়াল ব্রাজিলে, নতুন করোনা-আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও হু হু করে বাড়ছে ব্রাজিলে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩ হাজার ৬৬৮ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬,৭০৪ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ১৭ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ৬৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৩৬-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারা দিনে

দশম-দ্বাদশে পরীক্ষা অপছন্দ হলে পড়ুয়াদের জন্য দ্বিতীয় সুযোগ, ঘোষণা সিবিএসই বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স) : পরীক্ষা নিয়ে পড়ুয়া-অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার দূর করতে নয়া প্রথা চালু করছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরও বেশি নম্বর পেতে পারে সে জন্য নিয়মে বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে তারা। এ বছর যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সিবিএসই-র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় বসতে চলেছে, তারাও পেতে চলেছে এই সুযোগ। এতদিন পর্যন্ত কোনও ছাত্রছাত্রীর বোর্ডের পরীক্ষার রেজাল্ট মনের মতো না হলে পরের ব্যাচের সঙ্গে পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া তার কাছে আর কোনও বিকল্প ছিল না। স্বাভাবিকভাবে একটা বছর অপেক্ষা করে থাকতে হত। কিন্তু নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতিতে পরীক্ষার এই বিষয়টি আগের তুলনায় অনেক হাল্কা করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরও বেশি নম্বর পেতে পারে যে জন্য একাধিকবার পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আগামী মে মাস থেকে সিবিএসই-র বোর্ডের লিখিত পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিবিএসই চলতি বছর থেকেই দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা থেকেই নিয়ম পরিবর্তন করতে চলেছে। যার ফলে পরীক্ষায় আরও বেশি নম্বর পাওয়ার সুযোগ বেড়ে যাবে পরীক্ষার্থীদের কাছে।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে জনসভায় প্রশ্ন তৃণমূল সুপ্রিমোর

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : জনসভা থেকে ফের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার ফের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভোটে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা। তিনি জানিয়েছেন, "নির্বাচন কমিশন যেন বিজেপির মুখপাত্র হয়ে গিয়েছে। বিজেপি যা বলছে তাই করছে। বহিরাগত গুণ্ডারা আসতে পারছে কীভাবে? আগে নিয়ম ছিল, বুথ এজেন্ট স্থানীয় বুথের হতে হবে। কিন্তু বিজেপি যেই দাবি করল ওই নিয়মটা বদলাতে হবে ঠিক তখনই নিয়মটা পাল্টে দেওয়া হয়। এখনও অন্য বুথের লোকও যে কোনও বুথে এজেন্ট হতে পারবে। এইভাবেই বিজেপির কথায় কাজ করছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের উচিত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা। পশ্চিমবঙ্গে এমন ভাবে ভোট হচ্ছে যেন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছে।" অশান্তির আঁচ পাওয়ার আগেই ইতিমধ্যে

করোনা-আক্রান্ত দেবেগৌড়া ও তাঁর স্ত্রী, দ্রুত সুস্থতা কামনা প্রধানমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ৩১ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা জনতা দল (সেক্যুলার) নেতা এইচ ডি দেবেগৌড়া। মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন এইচ ডি দেবেগৌড়ার স্ত্রী চেন্নাম্মাও। করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন দেবেগৌড়া ও তাঁর স্ত্রী। বুধবার দেবেগৌড়া নিজেই করোনা-আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি টুইট করে জানিয়েছেন।

৮৭ বছর বয়সী দেবেগৌড়া টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমার স্ত্রী চেন্নাম্মা ও আমি করোনা-আক্রান্ত হয়েছি। আমরা পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে সেলফ-আইসোলেশনে রয়েছি।' টুইটারে দেবেগৌড়া অনুরোধ করেছেন, 'সম্প্রতি আমাদের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও নিজেদের করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। দলীয় কর্মীদের অনুরোধ করছি ভয় পাবেন না।'

নির্বাচনে ডিএমকে-কে যোগ্য ফিরিয়ে দেবে তামিলনাড়ুর জনগণ ঃ রাজনাথ সিং

উটি (তামিলনাড়ু), ৩১ মার্চ (হি.স.): তামিলনাড়ুর উটিতে ডিএমকে-কে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনাথ জানিয়েছেন, 'নির্বাচনে ডিএমকে-কে যোগ্য ফিরিয়ে দেবেন তামিলনাড়ুর জনগণ।' বুধবার উটিতে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন রাজনাথ সিং। এদিন ডিএমকে-কে তীব্র আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং বলেছেন, 'আমি সংবাদপত্র থেকে জানতে পেরেছি একজন বর্ষীয়ান ডিএমকে নেতা মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামী সম্পর্কে লজ্জাজনক মন্তব্য করেছেন। আমি এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। অশোভন ভাষা ব্যবহার করে তিনি শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী নন, সমগ্র তামিলনাড়ুকে অপমান করেছেন।' তামিলনাড়ুর উটিতে রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'সমগ্র দেশের মা-বোনেদের অপমান করেছেন ওই ডিএমকে নেতা। এই নির্বাচনে, তামিলনাড়ুর জনগণ ডিএমকে-কে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেবে।'

রাজনাথ বলেন, 'আমি জানি বেকারত্ব এখানে সমস্যা, আমরা দেশে এমন ধরনের ইকো-সিস্টেম তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাতে আমাদের যুব সমাজ শুধুমাত্র চাকরি প্রার্থীই হবেন না, তাঁরা নতুন চাকরি তৈরিও করবেন। আমরা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তামিলনাড়ুতে বেসরকারি ও সরকারি সেক্টরে ৫০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির চেষ্টা করব আমরা।' রাজনাথ বলেছেন, 'ভারতের শুধুমাত্র দু"টি রাজ্যে প্রতিরক্ষা করিডোর রয়েছে, সেই দু"টি রাজ্য হল উত্তর প্রদেশ ও তামিলনাড়ু। এখানে এই প্রোজেক্টের অধীনে ৮০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করব আমরা। এখনও পর্যন্ত তামিলনাড়ু প্রতিরক্ষা করিডোরের জন্য ১১৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

রাজনাথ আশ্বস্ত করেছেন, 'বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তামিলনাড়ুর অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে ট্যাবলেট দেওয়া হবে। কৃষকদের মতোই মৎস্যজীবীদেরও বছরে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।' রাজনাথ বলেছেন, 'ডিএমকে বিভাজন ও কমিউনাল ভিত্তিতে ভোট পাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু, বিজেপি জাতি-ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না। আমরা মানবতা ও ন্যায়বিচারের জন্য রাজনীতি করি।' রাজনাথ আরও বলেন, 'তামিলনাড়ুর এতটাই সম্ভাবনা রয়েছে, যা শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারত নয়, সমগ্র দেশের জন্য গ্রোথ ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করতে পারে।'

বঙ্গ নারীরাস্থির করেছেন এবার তাঁদের পরিবর্তন চাই ঃ নাড্ডা

হুগলি, ৩১ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের নারীরা স্থির করেছেন, এবার তাঁদের পরিবর্তন চাই। বুধবার হুগলি জেলার ধনিয়াখালীতে আয়োজিত জনসভা থেকে এই মন্তব্য করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। একইসঙ্গে নাড্ডা আশ্বস্ত করেছেন, 'এবার আপনারা বিজেপি সরকার তৈরি করুন প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকেই বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত যোজনা চালু করার কাজ শুরু হবে।' এদিন হুগলি জেলার ধনিয়াখালীতে, ধনিয়াখালী মাঠে আয়োজিত জনসভা থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'এই নির্বাচন আসল পরিবর্তনের নির্বাচন, বাংলায় পরিবর্তনের জোয়ার দেখা যাচ্ছে। সব থেকে বড় কথা হল নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে, তাই জন্য মমতা ব্যানার্জি ভয় পেয়েছেন এবং তৃণমূলের নেতারাও নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। প্রথম দফায় ৮৯ শতাংশ ভোট মানুষ দিয়েছেন। তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে নির্ভয় হয়ে মানুষ ভোট দান করছেন।' মমতাকে খোঁচা দিয়ে নাড্ডা বলেছেন, 'মা মাটি মানুষের পরিবর্তে মমতা ব্যানার্জি কি বেছে নিলেন ? তোলাবাজি, কাটমানি ও তুষ্টিকরণ। মমতা দিদি মা-মাটি-মানুষের স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। তিনি মায়ের কি হাল করেছেন তা তো শোভা মজুমদার মহাশয়ার মৃত্যুতেই স্পষ্ট। কি দোষ ছিল এই বৃদ্ধার? মানুষের চাল চুরি করা সরকার এখন মানুষকে আনাজ দিতে চলেছে? মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া সরকার আজ মানুষকে অধিকার দিতে চাইছে?' নাড্ডা বলেছেন, 'আজকের এই সমাবেশে দেখা যাচ্ছে পুরুষের থেকে নারীর উপস্থিতি বেশি। এর থেকে প্রমাণ হয় যে বাংলার নারীরা স্থির করে নিয়েছে এবার তাদের পরিবর্তন চাই। দূর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল। কিন্তু, এবছর তৃণমূলের কার্যকর্তারা ধুমধাম করে সরস্বতী পূজা করেছে। এই বছরই কেন? গত ৪ বছর কেন পুজো বন্ধ ছিল? এখন মমতা দিদি চন্ডীপাঠ করছেন। আগে কেন এমনটা করেননি?' নাড্ডা আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'এবার আপনারা বিজেপি সরকার তৈরি করুন প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকেই বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত যোজনা চালু করার কাজ শুরু হবে।' প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে নাড্ডা বলেছেন, 'মোদীজী বাংলার কৃষকদের সম্মান দিতে চান। কৃষক সম্মান নিধির টাকা পাঠানোর জন্য দিদির কাছে কৃষকদের লিস্ট চেয়েছেন। কিন্তু দিদি বলেছেন দেব না, নাম পাঠাবো না, হবে না। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য মোদীজী বাংলার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।